প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৮ ◆ ১৭ - ২৩ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাণী প্রসারণকর্মী

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২১ উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

আমরা যা দেখেছি আর শুনেছি, তা না বলে পারি না। *- শিষ্যচরিত ৪:২০*

দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হিরা ম্যানুয়্যাল ডি'কস্তা
জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ অক্টোবর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

"ধরণীর মাঝে নেই তুমি আজ,
আছো হৃদয় মাঝে;
এ হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায়–
সাধ্য কার আছে?"

বাবা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের এক যুগ। কে বলে তুমি নেই? আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। জানি, তুমি আমাদের মাঝে স্বশরীরে উপস্থিত নেই। আর যখনই একথা মনে হয় তখন তোমার এই অনুপস্থিতি আমাদের মনকে অনেক কষ্ট দেয়। জীবিতকালে তুমি সবার উপকার করেছ। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং খ্রিস্টে বিশ্বাসী এক ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমরা তোমার সততা, ধার্মিকতা ও সরলতার সাথে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব। তুমি আজও বেঁচে আছ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে অন্তরের মণিকোঠায়। যেখানেই থাক সর্বদা রয়েছ তুমি আমাদের প্রার্থনায়। আমরা বিশ্বাস করি পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন।

তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাসের জন্য মা'ও গত ১০ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ তোমাদের দু'জনকে সব সময় স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার আদর্শে চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে

ছেলে ও ছেলের বউ : চন্দন-স্বপ্না

মেয়ে ও মেয়ের জামাই : চন্দ্রা-মৃত: অরুন, চন্দনা-ডমিনিক রঞ্জন, চিত্রা-শিবলী, চম্পা-বরুন, চামেলী-ক্যানেট

নাতি-নাতনী ও নাতিন জামাই : এ্যানি-সংগীত, এ্যানেট-সুমি, এ্যামি-জিকু, হিমালয়-অনন্যা, হেনরী, মোহনা, অদ্রি, অংকিতা, দিবা- ট্রাইভার, দৃশ্য, নভেরা, নক্ষত্র ও বৃত্ত

পুতি-পুতিন : জেইন, যোহান, অভ্রনীল, অর্নিশা ইথান ও ইসহাক।

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

আমরা অভিজ্ঞ স্থপতি দ্বারা আধুনিক মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ভবন নির্মাণ করে থাকি।
নিরিবিলি, মনোরম, ও খোলামেলা পরিবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।

ফ্ল্যাটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩টি বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, ৪টি বাথ-কাম-টয়লেট, ৪টি বারান্দা ও রান্নাঘর। লিফট, জেনারেটর ও কার পার্কিং সুবিধা আছে।

ফ্ল্যাটের আয়তন

- মনিপুরীপাড়া : ৭০০ (রেডি ফ্ল্যাট), ১৩৪৩, ১৩৫৮, ১৯৮৮ বর্গফুট।
- তেজকুনিপাড়া : ১৩৫৮ বর্গফুট।
- রাজাবাজার : ১০১৫ বর্গফুট।
- মিরপুর, সেনপাড়া পর্বতা : ১৪৫০ বর্গফুট (রেডি ফ্ল্যাট)।

SREEJA

SREEJA AR BUILDERS LIMITED
Jewel Gomes
Managing Director
Address: 105/12-B, Monipuripara (1st floor), Tejgaon, Dhaka - 1215
Contact: 02-9117489, 01721-454959, 01716-530174
Email: sarbuildersltd@gmail.com, Web: www.sarbuildersltd.com

"Find us at"
"sarbuilders2010/"

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৮
১৭ - ২৩ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২ - ৮ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রেরণকর্মের চেতনা

খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকৃতিগত ভাবেই প্রেরণধর্মী। মিশনারী বা প্রেরণকর্ম ছাড়া মণ্ডলীর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। সঙ্গতকারণেই মিশনারী কর্মকাণ্ডকে মণ্ডলী যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গুরুত্বদানের একটি প্রকাশ ঘটে বিশ্বপ্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে। বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতি বছর পালিত হয় অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারের আগের রবিবারে। এ বছর তা পালিত হবে ২৪ অক্টোবর। এই দিবসে আমরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে যারা তাদের জীবন সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করে মঙ্গলবাণীর উদার ও আনন্দময় প্রেরণকর্মী হতে, আমাদের দীক্ষা গ্রহণের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে। বিশেষভাবে স্মরণ করি সেই সব মিশনারী ভাইবোনদের, যারা মঙ্গলবাণী প্রচারার্থে তাদের আপন দেশভূমি ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবাণী; যে ঐশ আশীর্বাদের জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ তৃষিত, তা যেন অতি তাড়াতাড়ি ও নির্ভীকভাবে প্রতিটি দেশ ও শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই জন্যই মিশনারীদের এই অবিরাম যাত্রা।

মিশনারী এই যাত্রায় আমরা সকলে অংশ গ্রহণের নিমন্ত্রণ পেয়েছি। মঙ্গল কাজ ও মঙ্গলবাণী প্রচার-প্রসারের কাজ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের জন্য নয়। তা সবার জন্য উন্মুক্ত। খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ব্যক্তি কোনভাবেই প্রেরণকাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। দীক্ষার গুণে বিনা মূল্যে বিশ্বাসের যে দান লাভ করা হয়েছে তা সবার সাথে সহভাগিতা করার একটি স্পৃহা জাগ্রত হোক সকল খ্রিস্টভক্তের হৃদয়ে। যেমনটি আদি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অন্তরে ছিল। সংখ্যালঘু হবার কারণে তারা ভীত-শংকিত ছিল, তারা নির্যাতন ও মৃত্যুর শিকার হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিকূলতা তাদেরকে খ্রিস্টের সাক্ষ্য দান থেকে বিরত রাখতে পারে নি। প্রেরিতশিষ্য ও আদি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মনোভাবটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রেরণ কাজে গতিশীলতা আনয়ন করার জন্য এ বছর বিশ্ব প্রেরণ দিবসের মূল বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে: “আমরা যা দেখেছি আর শুনেছি, তা না বলে যে পারি না” *(শিষ্যচরিত ৪:২০)*। আমরা যা কিছু পেয়েছি, ক্রমান্বয়ে প্রভু আমাদের যা দিয়েছেন-সবই তিনি দিয়েছেন যেন আমরা তা সযত্নে রক্ষা করি এবং বিনামূল্যে অন্যদের জন্য বিলিয়ে দেই। প্রেরিত শিষ্যরা যিশুর পরিত্রাণ কর্ম নিজের চোখে দেখেছে, নিজের কানে শুনেছে এবং নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে *(দ্র: ১ম যোহন ১:১-৪)*। আমরাও তাদের মতোই প্রতিদিন যিশুর যন্ত্রণাকাতর ও গৌরবময় দেহকে স্পর্শ করতে পারি এবং ভবিষ্যত আশা সম্পর্কে সবার সঙ্গে সহভাগিতা করার সাহস খুঁজে পেতে পারি। প্রভুর নিত্য সঙ্গী হওয়ার মাধ্যমেই এটা সম্ভবপর হতে পারে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে প্রভু যিশুকে আমরা নিজের জন্য রেখে দিতে পারি না। পৃথিবীতে পরিবর্তন আনা ও সৃষ্টিকে যত্ন করার মধ্যদিয়েই মণ্ডলীর প্রেরণ কাজের একাগ্রতা ও সর্বজনীনতার সাথে আমরা একাত্ম হতে পারি।

আদিমণ্ডলীর মতো আমরাও এই কোভিড-১৯ কালে দেখছি-শুনছি চারিদিকে দুঃখ-দুর্দশা, একাকিত্ব, দরিদ্রতা, মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ, অন্যায্যতার সম্প্রসারণ এবং দরিদ্রদের বাঁচার জন্য জীবনপণ যুদ্ধ। দুর্বল, অসুস্থরা আরো বেশি দুর্দশা ও অসহায়ত্ব অভিজ্ঞতা করছে। এই নির্মম বাস্তবতার মধ্যেও আমরা দেখেছি ও শুনেছি কত মানুষ বিশেষভাবে যুবকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে আর্ত-মানবতার কল্যাণে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেবা করেছে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের, খাদ্য পৌঁছে দিয়েছে অনাত্মীয় কত শত মানুষের কাছে। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানের মতো বাংলাদেশেও খ্রিস্ট ভক্তগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃচ্ছসাধন করে মানুষের প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন আর্থিক সহায়তা দিয়ে, পাশে থেকে এবং প্রার্থনা করে। আর এমনিভাবেই ছোট ছোট দয়া ও ভালবাসার কাজগুলো করার মধ্যদিয়ে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্ত মিশনারী হয়ে ওঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকজন দীক্ষিত ব্যক্তিই মিশনারী।

আজ প্রেরণকর্মে বড় বেশি প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ততা। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং বিশেষভাবে যুবদের মাঝে প্রেরণকাজ বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা আসুক। বর্তমান সময়ে যুবরা পথে-ঘাটে যেকোন স্থানে বর্তমান সময়ের মিডিয়া ব্যবহার করে বাণী প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। বিদেশী নয় স্থানীয় মনোভাব নিয়ে এবং স্থানীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিকে মূল্য-সম্মান দিয়ে যিশুর প্রেরণকাজে আমরাও অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি॥ †

তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস। *(মার্ক ১০:৪৩-৪৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন s s s

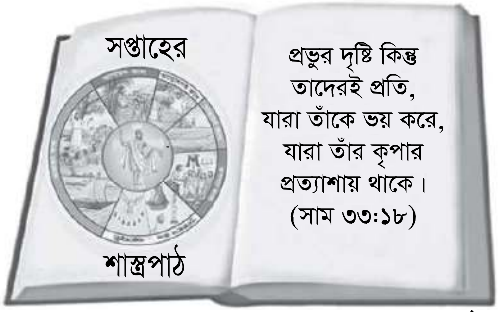

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ - ২৩ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৭ অক্টোবর, রবিবার
ইসাইয়া ৫৩: ১০-১১, সাম ৩৩: ৪-৫, ১৮-২০, ২২, হিব্রু ৪: ১৪-১৬, মার্ক ১০: ৩৫-৪৫

১৮ অক্টোবর, সোমবার
২ তিমথি ৪: ১০-১৭খ, সাম ১৪৫: ১০-১৩খ, ১৭-১৮, লুক ১০: ১-৯

১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার
রোমীয় ৫: ১২, ১৫, ১৭-১৯, ২০খ-২১, সাম ৪০: ৬-৯, ১৬, লুক ১২: ৩৫-৩৮

২০ অক্টোবর, বুধবার
রোমীয় ৬: ১২-১৮, সাম ১২৪: ১-৮, লুক ১২: ৩৯-৪৮

২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
রোমীয় ৬: ১৯-২৩, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১২: ৪৯-৫৩

২২ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধু ২য় জন পল, পোপ-এর স্মরণ দিবস
রোমীয় ৭: ১৮-২৫ক, সাম ১১৯: ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৯৩, ৯৪, লুক ১২: ৫৪-৫৯
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ইসাইয়া ৫২: ৭-১০, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, যোহন ২১: ১৫-১৭

২৩ অক্টোবর, শনিবার
রোমীয় ৮: ১-১১, সাম ২৪: ১-৪খ, ৫-৬, লুক ১৩: ১-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. ফ্রান্সিস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ ফাদার ব্রুনো আলদো গ্লিয়ানিরো এসএক্স (খুলনা)

১৮ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৯৯ ফাদার ফ্রান্সিস তোমাজেল্লী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৭ ফাদার সান্দ্রো জাকোমেল্লী পিমে (দিনাজপুর)

১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৬২ ব্রাদার বেনেডিক্ট ডেঞ্চ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২০ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৮৭ সিস্টার এম. রোজলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার মারিনো রিগন, এসএক্স (খুলনা)

২১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৫ সিস্টার এম. জন দ্যা বাপ্টিষ্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম. অলগা হিউজ সিএসসি
+ ১৯৯৯ ফাদার যোসেফ কুকালে এসজে
+ ১৯৯৯ ফাদার ফ্রান্সেসকো ভিলা এসএক্স
+ ২০০৪ ফাদার পিটার রোজারিও (ঢাকা)

২২ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯২৫ বিশপ পজ্জি ফ্রান্সিসকো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী লাঙ্গুইদা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার জভান্নি ভানজেত্তি পিমে (দিনাজপুর)

২৩ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম. আরাকক আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

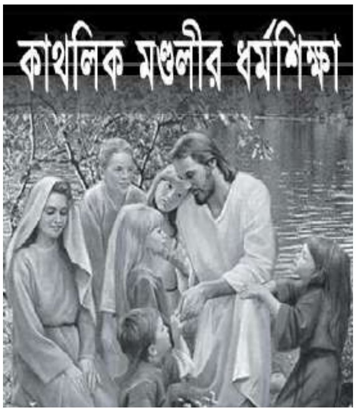

১৩১০: দৃঢ়ীকরণ সংস্কার গ্রহণ করতে হলে একজনকে ঐশপ্রসাদের অবস্থায় থাকতে হবে। পবিত্র আত্মার দান গ্রহণের জন্য পরিশুদ্ধ হতে হলে তাকে অনুতাপ-সংস্কার গ্রহণ করতে হবে। আনুগত্য ও তৎপরতার সঙ্গে পবিত্র আত্মার শক্তি ও অনুগ্রহসকল গ্রহণ করার জন্য নিবিড় প্রার্থনা তাকে প্রস্তুত করবে।

১৩১১: দৃঢ়ীকরণপ্রার্থীরাও, দীক্ষাপ্রার্থীদের মত একজন অভিভাবকের সহায়তা যথার্থভাবে গ্রহণ করবে। এ দু'টি সংস্কারের ঐক্যের উপর গুরুত্বের উদ্দেশে দীক্ষাস্নানকালীন ধর্মমাতাপিতা থেকে একজনকে অভিভাবক হওয়া সমীচীন।

দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের অনুষ্ঠাতা:

১৩১২: দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের মূল অনুষ্ঠাতা হচ্ছেন বিশপ। প্রাচ্যে, সাধারণতঃ যাজক, যিনি দীক্ষাস্নান প্রদান করেন, তিনিই আবার সঙ্গে, এক ও অভিন্ন অনুষ্ঠানে দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদান করেন। তবে তিনি তা করেন পাত্রিয়ার্ক বা বিশপ কর্তৃক আশীর্বাদিত পবিত্র অভিষেক-তেল দ্বারা। এভাবে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক ঐক্য প্রকাশিত হয়, যে ঐক্যবন্ধনকে দৃঢ়ীকরণ সংস্কার শক্তিশালী করে। লাতিন মণ্ডলীতে একই নিয়ম অনুসরণ করা হয় বয়স্কদের জন্য দীক্ষাস্নান প্রদানে, অথবা মণ্ডলীতে সেই ব্যক্তিকে পূর্ণ-মিলনে গ্রহণ করার জন্য, যে-ব্যক্তি অন্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত, যেখানে সিদ্ধ দৃঢ়ীকরণ সংস্কার নেই।

১৩১৩: লাতিন অনুষ্ঠান-রীতিতে, বিশপ হলেন দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের সাধারণ অনুষ্ঠাতা। প্রয়োজনবোধে, দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদানের ক্ষমতা বিশপ যাজকের নিকট অর্পণ করতে পারেন; যদিও এটা সমুচিত যে, বিশপ নিজেই তা প্রদান করবেন, স্মরণে রেখে যে, সময়গত কারণে, দৃঢ়ীকরণ অনুষ্ঠানকে দীক্ষাস্নান থেকে পৃথক করা হয়েছে। বিশপগণ প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী। তারা পুণ্য পদাভিষেক সংস্কারের পূর্ণতা লাভ করেছেন। তাদের দ্বারা এই সংস্কার প্রদান স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, যারা এই সংস্কার গ্রহণ করে তাদেরকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে, তার প্রৈরিতিক আদিমূলের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টের সাক্ষী হওয়ার জন্য তাঁর মিশনকর্মের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হচ্ছে সংস্কারটির ফল।

১৩১৪: কোন খ্রীষ্টান যদি মরণাপন্ন হয়, যেকোন যাজক তাকে দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদান করতে পারে। বাস্তবিকই খ্রীষ্টমণ্ডলী চায় না যে, তার কোন সন্তান, এমন কি কনিষ্ঠতম সন্তানও খ্রীষ্টের পূর্ণতার দানে পবিত্র আত্মার দ্বারা সিদ্ধি লাভ না করে এ জগৎ থেকে বিদায় নেয়॥

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী।

“আমরা যা দেখেছি আর শুনেছি, তা না বলে পারি না” *(শিষ্যচরিত ৪:২০)*।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

পিতা হিসেবে ঈশ্বরের ভালবাসাময় শক্তিকে যখন আমরা অভিজ্ঞতা করি, তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজবদ্ধ জীবনে উপলব্ধি করি, তখন যা দেখেছি ও শুনেছি তা ঘোষণা না করে আমরা থাকতে পারি না। মানব দেহধারণ রহস্য ও মঙ্গলসমাচার দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে প্রেরিত শিষ্যদের সঙ্গে যিশু খ্রিস্টের সম্পর্ক ও তাঁর মানবীয় সত্ত্বা। তাঁর পাস্কা রহস্য মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালবাসাকে উন্মোচিত করেছে আর আমাদের দুঃখ-আনন্দ, আশা-নিরাশা ও উৎকণ্ঠা সমূহকে নিজস্ব করে তুলেছে” (দ্রঃ ২য় ভাটিকান মহাসভা, বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী ২২)। খ্রিস্টের সর্বময় প্রভুত্ব- আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই পৃথিবী ও তার মধ্যে বসবাসরত সকলের পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তার কথা। এটা আমাদেরকে আহ্বান করে সেই প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ করতেঃ “তোমরা যাও, প্রতিটি রাস্তার মুখে গিয়ে সামনে যাদেরই দেখা পাও, ডেকে নিয়ে এসো” *(দ্রঃ মথি ২২:৯)*। আমরা কেউ প্রবাসী নই; এই সহানুভূতিশীল ভালবাসা থেকে কেউ নিজেকে প্রবাসী মনে করতে বা দূরে থাকতে পারবে না।

বাণী প্রচারের ইতিহাস শুরু হয় আবেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুকে খোঁজ করার মধ্যদিয়ে, যিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহ্বান করেন এবং যে যেখানে আছে, প্রত্যেকের সঙ্গে একটি সংলাপপূর্ণ বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চান *(দ্রঃ যোহন ১৫: ১২-১৭)*। কখন এবং কোন সময় তারা যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, প্রেরিত শিষ্যরাই সর্বপ্রথম আমাদের তা জানিয়ে দেয়, “তখন সময় ছিল প্রায় বিকাল চারটে” *(যোহন ১:৩৯)*। অসুস্থ মানুষের প্রতি তাঁর যত্ন, পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ক্ষুধার্তদের খাদ্যদান, সমাজচ্যুত মানুষদের কাছে টানা, অশুচি মানুষদের স্পর্শ করা, অভাবী মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা, ধন্য হওয়ার আহ্বান, অধিকারপ্রাপ্ত মানুষের মতো শিক্ষাদান, মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ করার সক্ষমতা- ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখে এবং প্রভুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমরা এমন একটি বিস্তৃত ও স্বাধীন আনন্দ লাভ করি যা শুধুমাত্র নিজের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। প্রবক্তা জেরেমিয়ার কথা মতো এই অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমাদের হৃদয় গভীরে সক্রিয় সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যা আমাদেরকে প্রেরণ কাজে উজ্জীবিত করে; যদিও মাঝে মাঝে প্রচুর ত্যাগস্বীকার ও ভুল বোঝাবুঝির মুখোমুখি হতে হয় *(দ্রঃ জেরেমিয় ২০:৭-৯)*। ভালবাসা সর্বদাই ক্রিয়াশীল এবং আমাদের চালিত করে সেই সবচেয়ে সুন্দর ও আশাপূর্ণ ঘোষণাকে সহভাগিতা করতে, “মসীহের দেখা পেয়েছি আমরা” *(যোহন ১:৪১)*।

যিশুর মধ্যে আমরা দেখেছি, শুনেছি ও স্পর্শ করেছি যে, সব কিছুই ব্যতিক্রম হতে পারে। আজকের মধ্যে তিনি যে ভবিষ্যতের শুভ সূচনা করেছেন মানবজাতি হিসাবে আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ “আমরা পূর্ণতা লাভ করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছি, যা শুধুমাত্র ভালবাসা দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব” (*Fratelli Tutti 68*)। যে সমস্ত মানব-মানবী নিজের ও পরের ভঙ্গুরতা সহ্য করতে পারে, তাদের দ্বারা শুরু হয়ে, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে এই নতুন যুগ আমাদের বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করে তোলে, আমাদের উদ্যোগ সমূহকে প্রেরণা যোগায় এবং সমাজ গঠনে সক্ষম করে তোলে। খ্রিস্টীয় সমাজ তখনই তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে, যখন সে কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করে, “প্রভুই তাকে প্রথম ভালবেসেছেন” *(দ্রঃ ১ম যোহন ৪:১৯)*। প্রভুর পক্ষপাতপূর্ণ ভালবাসা আমাদের অভিভূত করে এবং স্বভাবতই এই বিস্ময়কর অনুভূতি আমাদের দ্বারা অধিকার করা বা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র এই উপায়েই বিনামূল্যের অলৌকিক কাজ, বিনামূল্যের আত্মদান বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রেরণ কাজের উদ্দীপনা কোন যুক্তিতর্ক বা হিসাব নিকাশের মাধ্যমে কখনো অর্জন করা যায় না। প্রেরণ কাজে একে অন্যকে সম্পৃক্ত রাখা হচ্ছে কৃতজ্ঞতার একটি চিহ্ন *(পিএমএস- এর জন্য বাণী ২১ মে, ২০২০)*।

প্রেরণ কাজের শুরুটা মোটেই এত সহজতর ছিল না। আদি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের জীবন শুরু হয়েছিল একেবারে শত্রুতাপূর্ণ ও দুঃসাধ্য পরিস্থিতির মাঝে। সংখ্যালঘুতা এবং কারাবাসের গল্প ছিল ভেতরে বাইরে প্রতিরোধের একে অন্যের নিত্যসঙ্গী। তারা যা দেখেছে আর যা শুনেছে- এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী অবস্থা। কিন্তু এই কঠিন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তারা আগের জীবনে ফিরে যায়নি, নিজের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের তারা আবদ্ধ করে রাখেনি। প্রত্যেকটা অসুবিধা, বিরোধীতা এবং কঠিন বাস্তবতাকে প্রেরণ কাজের এক একটা সুযোগ হিসেবে পরিণত করতে এটা তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা পরিণত হয়েছে সবকিছুকে এবং সবাইকে প্রভুর আত্মার সঙ্গে মিলিত করার একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে। কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুই পরিত্রাণের ঘোষণা হতে বাদ পড়ে না।

প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থে আমরা প্রেরণ কাজের জীবন্ত সাক্ষ্যবাণী দেখতে পাই। এই সেই গ্রন্থ যা আমাদের জানিয়ে দেয় মঙ্গলবাণীর নির্যাস কিভাবে দ্রুতগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মঙ্গলবাণীর আনন্দ কিভাবে প্রকাশিত হয়, যে আনন্দ একমাত্র পবিত্র আত্মাই আমাদের দিতে পারেন। নির্যাতনের সময় খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কিভাবে জীবনযাপন করা যায়- এই গ্রন্থ আমাদের তা শিক্ষা দেয়। আমাদের

ব্যর্থতার মধ্যেও যে কোন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময় কাজ চালিয়ে যান-- এই বিশ্বাসে পরিপক্ক হতে শিষ্যচরিত গ্রন্থটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। "যারা ভালবাসার জন্য ঈশ্বরকে সবকিছু উৎসর্গ করে তারা সুনিশ্চিত ভাবেই ফলশালী হবে" *(দ্র: যোহন ১৫:৫)* --শিষ্যচরিত গ্রন্থ আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে।

আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর মতো আমাদের জন্যও বর্তমান ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি খুব সহজ নয়। বিশ্ব মহামারি পরিস্থিতি সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। দুঃখ-দুর্দশা, একাকিত্ব, দরিদ্রতা, অন্যায্যতা এমনভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে যে ইতিমধ্যে তা মানুষকে মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ, ভঙ্গুরতা ও বিপরীতমুখীতার মুখোশ উম্মোচিত হয়েছে। এর ফলে আমরা নীরবে একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। অসুস্থ, দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিরা আরো বেশী করে তাদের দুর্দশা ও অসহায়ত্ব অভিজ্ঞতা করেছে। ক্লান্তি, হতাশা, মোহভঙ্গ ও মানিয়ে চলার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, যা আমাদের আশা কেড়ে নিয়েছে, দৃষ্টিশক্তি ম্লান করে দিয়েছে। তবে "আমরা তো নিজেদের প্রচার করি না, আমরা খ্রিস্টযিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করি" *(২ করি ৪:৫)*। আর এই জন্যই পরিবার ও মিলন সমাজের পরিসরে আমরা জীবনের বাণী শুনি। প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয় গভীরে ধ্বনিত হয় "তিনি এখানে নেই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন" *(লুক ২৪:৬)*। এই একটি আশার বাণী সকল নিয়তিবাদকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। যারাই এই বাণীর সংস্পর্শে আসে, তারা উঠে দাঁড়াবার মতো পর্যাপ্ত সাহস ও স্বাধীনতা অর্জন করে। সহানুভূতিশীল জীবনযাপন করার জন্য সৃজনশীল সকল উপায় তারা খুঁজে পায়। ঐশ আশীর্বাদ নিত্য সঙ্গী বলে আমাদের কাউকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে হয় না।

এই বিশ্বমহামারি আমাদেরকে মুখোশের আড়ালে থাকতে, উদাসীন হতে এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্বের নামে পরের অভাব বা প্রয়োজনের প্রতি অনুভূতিহীন হয়ে উঠার প্রলোভন দিচ্ছে। এই সময়ে আমাদের প্রয়োজন সহানুভূতিপূর্ণ, যত্নশীল ও মানবিক উন্নয়নের প্রেরণ কাজে নেমে পড়া। "আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি" *(শিষ্যচরিত ৪:২০)* -- এই ঐশঅনুগ্রহ আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বাস যোগ্যতায় পরিণত হয়, যার মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে নিমজ্জিত হয়েছি। মিলন ও সংহতিপূর্ণ একটি সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সহভাগিতাপূর্ণ দুঃখ-কষ্টকে পুনরায় আবিষ্কার করতে সময়, সম্পদ, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি ভাগাভাগি করতে এই ঐশ অনুগ্রহ আমাদের অনুমতি দেয়।

প্রেরিত শিষ্য ও আদি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মতো আমরাও সর্বশক্তি দিয়ে বলে উঠি, "আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা যে না বলে পারি না" *(শিষ্য চরিত ৪:২০)*। আমরা যা কিছু পেয়েছি, ক্রমান্বয়ে প্রভু আমাদের যা দিয়েছেন-সবই তিনি দিয়েছেন যেন আমরা তা সযত্নে রক্ষা করি এবং বিনামূল্যে অন্যদের জন্য বিলিয়ে দেই। প্রেরিত শিষ্যরা যিশুর পরিত্রাণকর্ম নিজের চোখে দেখেছে, নিজের কানে শুনেছে এবং নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে *(দ্র: ১ম যোহন ১:১-৪)*। আমরাও তাদের মতোই প্রতিদিন যিশুর যন্ত্রণাকাতর ও গৌরবময় দেহকে স্পর্শ করতে পারি এবং ভবিষ্যত আশা সম্পর্কে সবার সঙ্গে সহভাগিতা করার সাহস খুঁজে পেতে পারি। প্রভুর নিত্যসঙ্গী হওয়ার মাধ্যমেই এটা সম্ভবপর হতে পারে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে প্রভুযিশুকে আমরা নিজের জন্য রেখে দিতে পারি না। পৃথিবীতে পরিবর্তন আনা ও সৃষ্টিকে যত্ন করার মধ্যদিয়েই মণ্ডলীর প্রেরণ কাজের একাগ্রতা ও সর্বজনীনতা প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের সবার জন্য একটি নিমন্ত্রণ-

"আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি তা না বলে পারি না"- এ বছরের বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের মূল বিষয়টি আমাদের সবার জন্য দায়িত্বভার গ্রহণের একটা নিমন্ত্রণ। অন্তর গভীরে যা আমরা বহন করি, অন্যদেরও তা জানিয়ে দেই। মণ্ডলীর একটা চিরন্তন পরিচয়চিহ্ন হচ্ছে প্রেরণ কাজ: "মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার জন্যই মণ্ডলীর অস্তিত্ব"। বর্তমানে আমাদের বিশ্বাসের জীবন দুর্বল হয়ে পড়েছে; প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা এবং অন্যকে আকৃষ্ট করার দক্ষতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবাণী ঘোষণায় গতিময়তা আনতে দরকার ক্রমবর্ধমান উদারতা, যা সবার কাছে পৌঁছাতে ও সবাইকে আলিঙ্গন করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসী ভক্তরা সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে প্রভু ও তাঁর দেওয়া নব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। "স্বর্গরাজ্য এখন কাছেই এসে গেছে। তোমরা যা দেখেছ আর শুনেছ, তা লোকদের গিয়ে জানাও" -- তারা প্রভুর এই বাণীর সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। তারা তাদের এই দায়িত্ব এমন উদারতা, কৃতজ্ঞতা ও উত্তমতার সঙ্গে পালন করেছে যেন তাদের এই আত্মত্যাগের ফল অন্যরা একদিন ভোগ করতে পারে। সেই জন্য আমি মনে করি যে, "সবচেয়ে দুর্বল, সীমিত ও ক্ষত-বিক্ষত খ্রিস্ট বিশ্বাসীরাও তাদের নিজস্ব উপায়ে প্রেরণকর্মী হয়ে উঠতে পারে"। ভঙ্গুরতা বা মন্দতার সঙ্গে সহাবস্থান করলেও আমাদেরকে অবশ্যই ভাল দিকগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে (খ্রিস্ট জীবিত ২৩৯)।

বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতি বছর পালিত হয় অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারের আগের রবিবারে। এই দিবসে আমরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে যারা তাদের জীবনসাক্ষ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করে মঙ্গলবাণীর উদার ও আনন্দময় প্রেরণকর্মী হতে, আমাদের দীক্ষা গ্রহণের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে। বিশেষভাবে স্মরণ করি সেই সব মিশনারী ভাইবোনদের, যারা মঙ্গলবাণী প্রচারার্থে তাদের আপন দেশভূমি ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করেছে। মঙ্গলবাণী; যে ঐশ আশীর্বাদের জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ তৃষিত, তা যেন অতি তাড়াতাড়ি ও নির্ভীকভাবে প্রতিটি দেশ ও শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই জন্যই তাদের অবিরাম যাত্রা।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ভাষান্তর: ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২১ উপলক্ষে পিএমএস- এর জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই-বোনেরা,

"আমরা কিন্তু যা দেখেছি ও শুনেছি তা যে না বলে পারি না"*(শিষ্যচরিত ৪:২০)*- এই মূলসুরকে সামনে রেখে এ বছর বিশ্ব প্রেরণ রবিবার পালিত হচ্ছে ২৪ অক্টোবর। এই বিশ্ব প্রেরণ রবিবার আমাদের সবার জন্য এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাপ্তিস্মের পুণ্যগুণে খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কারণে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য নিবেদিত ও প্রেরিত। এই বিশেষ দিনে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সন্মিলনীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

বিগত দিনে করোনা সংক্রমনে বৈশ্বিক মহামারির কারণে শত বাধা-বিপত্তি, অভাব, বেকারত্ব, হতাশা-নিরাশা ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপনাদের বিশ্বাস জীবন্ত করে ধরে রেখেছেন এবং মণ্ডলীর প্রেরণ কাজে আপনাদের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। এজন্য পিএমএস বাংলাদেশ সত্যিই গর্বিত ও আপনাদের সবার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীর যে প্রেরণ কাজ শুরু হয়েছিল, সেই পবিত্র আত্মার শক্তি ও অনুগ্রহেই আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। যিশুখ্রিস্টের প্রচারিত ঐশরাজ্য ও তাঁর পুনরুত্থিত নবজীবনের বাণী প্রেরিতশিষ্যরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষের মাঝে প্রচার করেছিলেন এবং লোকেরা তা সাদরে গ্রহণও করেছিলেন। তবে আদিমণ্ডলীর এই প্রেরণ কাজ সব সময় খুব সহজ ছিল না। শহীদ মৃত্যুবরণ, কারাবাস ও নির্যাতনের মধ্যদিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল। তবে শত বিরোধীতা ও নির্যাতনের মুখেও তারা বলতে পেরেছিল "আমরা কিন্তু যা দেখেছি ও শুনেছি, তা যে না বলে পারি না" *(শিষ্যচরিত ৪:২০)*। এ বছরের বিশ্ব প্রেরণ রবিবার আমাদেরকে প্রেরিত শিষ্যদের সেই প্রেরণ দায়িত্ব ও মিশনারী অনুপ্রেরণা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী প্রেরণ কাজকে মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের অংশীদারিত্বমূলক কাজ বলে শিক্ষা দিয়েছেন: "পিতা ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশে পৃথিবীর সর্বত্র খ্রিস্টের রাজ্য বিস্তার করতে, সব মানুষকে মুক্তি ও পরিত্রাণ কার্যের অংশীদার করতে এবং তাদের মাধ্যমে খ্রিস্টের সাথে সমগ্র বিশ্বের যথার্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। খ্রিস্টের অতিন্দ্রীয় দেহের প্রত্যেক কাজকে প্রৈরিতিক নাম দেওয়া হয়। মণ্ডলী তাঁর প্রত্যেক সদস্যের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন উপায়ে ইহা সম্পন্ন করে" *(ভক্ত জনসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ বিষয়ক নির্দেশ নামা নং-২)*।

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বিশেষ বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "প্রেরিত শিষ্য ও আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মতো আমরাও সর্বশক্তি দিয়ে বলে উঠি, 'আমরা কিন্তু যা দেখেছি ও শুনেছি, তা যে না বলে পারি না'। আমরা যা পেয়েছি, ক্রমান্বয়ে প্রভু আমাদের যা কিছু দিয়েছেন- সবই তিনি দিয়েছেন যেন আমরা সযত্নে তা রক্ষা করি এবং বিনামূল্যে অন্যদের তা বিলিয়ে দেই। প্রেরিত শিষ্যরা যিশুর পরিত্রাণ কর্ম নিজের চোখে দেখেছে, নিজের কানে শুনেছে এবং নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে। আমরাও তাদের মতো প্রতিদিন যিশুর যন্ত্রনাকাতর ও গৌরবময় দেহকে স্পর্শ করতে পারি এবং ভবিষ্যত আশা সম্পর্কে সবার সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারি"।

পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে ও মণ্ডলীর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আসুন আমরাও একেকজন সক্রিয় প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি এবং পৃথিবীতে খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী ঘোষণার কাজকে চলমান রাখি। মণ্ডলীর প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণের বাস্তব চিহ্ন হিসাবে গত বছর পুণ্য পিতার "বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা"- কে আপনারা যে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন, তা ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হলো:-

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ		২১৭,৪২১.০০
চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ		২৪,২২২.০০
খুলনা ধর্মপ্রদেশ		৩৪,৫৬৮.০০
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ		২৩,৩৫০.০০
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ		২৯,৩১১.০০
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ		৪৫,৮০১.০০
সিলেট ধর্মপ্রদেশ		২০,৭৫০.০০
বরিশাল ধর্মপ্রদেশ		২৩,৩৫০.০০
সর্বমোট=		**৪১৮,৭৭৩.০০**
কথায়: চার লক্ষ আঠারো হাজার সাত শত তিয়াত্তর টাকা।		

সর্বজনীন মাতা মণ্ডলীর প্রেরণ কাজে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রার্থনা, ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক অনুদানের জন্য পুণ্যপিতা পোপমহোদয় ও বাংলাদেশের সকল বিশপদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খ্রিস্টেতে

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

বাণী প্রসারণকর্মী

ফাদার যোসেফ মুরমু

পবিত্র নতুন নিয়মে, যিশু, ঐশবাণী প্রচারকালে পথে-ঘাটে, শহরে বন্দরে, সমাজগৃহে উপস্থিত লোকদের ও প্রেরিতশিষ্যদের ঐশবাণী ধারণ ও ঘোষণার নিমিত্তে অধিকতর ত্যাগী মনের মানুষ হতে ও জনসেবক হতে হবে বলেই জোড় গলায় বলেছিলেন। তাঁর ঐশবাণী ঘোষণায় বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র বাণী শুনলেই যথেষ্ট না, শুধু নিজের অন্তরে ধরে রাখলে চলে না, বরং সর্বস্তরের জনগণ-তথা ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং সম্পদ নিঃশ্ব লোকদের কাছে ঐশবাণী গিয়ে, এর গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে শিখিয়ে দেয়া। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে অবশ্য কর্মীকে ত্যাগের মনোভাবে গঠিত হয়ে প্রেরণ কর্মে যুক্ত থাকতে হবে, এবং এভাবেই প্রেরণ রবিবারের মর্মবাণীতে মানুষকে সমৃদ্ধ করা। প্রেরণ রবিবারের উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে এমন ভাবনাপ্রসূত মানসিকতার কর্মীকেই প্রয়োজন, যে ঐ মূলবাণী ধর্ম কেন্দ্রে কেন্দ্রে তথা ভক্তবিশ্বাসী জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সফল হবে।

মণ্ডলীর মধ্যে বাণী প্রচারের উজ্জল মাধ্যম হলেন মঙ্গলসমাচারের এবং পত্রের লেখকগণ, যারা অকুতোভয়ে জাতি-ভীন জাতি মানুষের সামাজিক দরবারে যিশুর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। উপরন্ত তারা শহরে-বন্দরে যেতে যেতে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে, যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিকে বাণীকর্মী হিসেবে বেছে নিয়ে দীক্ষিত করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর প্রেরণ করেছিলেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে। মূলত: তখন থেকেই তাঁরা হয়েছিলেন অঘোষিত প্রেরণ রবিবারের বাহক। এ দায়িত্ব পালনে তাদের আদর্শপ্রসূত কর্মপন্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে এত সাহস পাওয়া ভার, কেননা দেখা বা না দেখা আদর্শতেই সাহসের শক্তির আভা পাওয়া যায়। সকলে জানে বাণী প্রচারের প্রেরণকর্মী হওয়ার জন্য অটোমেটিক সাহসী কর্মী ও পন্থা পাওয়া যায় না। তাই অতীতে প্রেরিতশিষ্যগণ ও বর্তমানে অভিষিক্ত ব্রতধারীরাই হচ্ছে প্রেরণকমীর নিকট আদর্শ ও কর্মপন্থা, প্রেরণকর্মী হওয়ার অনপ্রেরণা ও প্রেরণ রবিবারের উদ্দেশ্য সফল করার মুখ্য সম্পাদক।

বর্তমানে যারা প্রেরণকর্মী (বাণীপ্রচারক) রয়েছেন, তাদের কাছ থেকে জানা যায়, প্রেরণকর্ম সফলের ঝুকি কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ তা ধারণা করা খুবই কঠিন। যেহেতু বিষয়টি যে কোন ভাষা-কৃষ্টির (অ-খ্রিস্টান) মানুষ সম্পর্কীত, তাদেরকে যিশুর কথা শোনানো ও বুঝানো বড় কঠিন। হুট করে বলাও যায় না, আবার বই পুস্তক ও বাইবেল শিক্ষা দিয়ে কাছেও টানা যায় না। স্বাধীনতার আগে-পরে বছরগুলোর মত এখন ঐশবাণীর ব্যাগ নিয়ে মানুষের দ্বারে গেলেও লোকেরা ব্যাগ বহনকারীকে অর্ভ্যথনা জানাতে আগ্রহ দেখায় না, বরং ব্যক্তিকে নিগ্রহের পাত্র হতে হয়। তাই এখন, এই সময়, কর্মীকে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনা হাতে নিয়ে লোকদের দুয়ারে যেতে হবে। তবে এর ভিত্তিটা অনেক আগেই পত্তন করে নেয়া প্রয়োজন, মনে করি, ঐশবাণী মানুষের গৃহে পৌঁছে দেয়া যাবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দীক্ষা দেয়া সম্ভব হবে, এরপর অপেক্ষায় থাকতে হবে, দেখতে হবে ঐশবাণীর ফলাফলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। যা হোক, ঘটনাটা যাই ঘটুক, এই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য ত্যাগী কর্মী প্রয়োজন, কেননা লোকেরা তাকেই গ্রহণ করবে, তার কথা শুনবে।

বিভিন্ন সময় লোকেরা স্বইচ্ছায় দীক্ষা নিয়ে থাকলেও কিছু কাল যেতে না যেতেই ধর্মের প্রতি উদাসীনতা দেখায়, ধর্মপালনে ভ্রান্তকর আচরণ। এ ব্যাপারে অনেক মন্তব্য কানে বাজে, কেন এমন আচরণ তাদের মধ্যে, উত্তরটা এই রকম যে, যারা উদাসীনতা দেখায়, বা ফিরে যাচ্ছে পুরাতনে, আসলে তাদের অন্তরে ঐশবাণী বিদ্ধ হয়নি, যেটুকু হয়েছে, তা নানা পার্শ্বচাপে পুরান কালচারে নিমজ্জিত করেছে। অন্যটি হ'ল, প্রেরণকর্মীর যত্ন নেয়ার অভাব, যার জন্য নগদ যারা ঐশবাণী গ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরভূমিতে ঐ বীজ বেড়ে উঠার আগেই, পাখীরা এসে তা খেয়ে ফেলেছে, মালিক ভূমিতে গিয়ে খোসাও খুজে পায় না, বরং হারানোর হতাশায় নিজেই ভেঙ্গে পড়ে, তবে আশার কথা হলো এই যে, দু/একটি বীজ কোথাও লুকিয়ে থাকায়, যথা সময়ে সামান্য জল পাওয়াতে তা অঙ্কুর হয়ে, ফল দিতে দেখা যায়। ঐ ভঙ্গুর অবস্থা সৃষ্টি হয় উপযুক্ত ত্যাগীকর্মীর যত্নের অভাবে, দেখভাল না নেয়ার জন্যে। তবুও যিশু তাঁর কর্মীদের চিনেন বলে, কর্মীর কাছে এ কর্ম সাধনের পথ কঠিন, ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, তিনি প্রেরণকর্মীকে ঐশআত্মায় শক্তিমান করেন এবং মণ্ডলীর সুদক্ষ কর্মকৌশল দ্বারা বহুমানুষের ঘরে ঘরে তাকে প্রেরণ করেন, যাতে যারা খ্রিস্টবাণী গ্রহণ করেছিল, কর্মী তাদের মনোভাবে, অন্তরে গহীনে খ্রিস্টীয় মনোভাব পুনরায় জাগ্রত করে তোলেন এবং বিশ্বাস রক্ষায় সর্বান্তকরণে নিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করেন। তাই, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, ঐ লোকদের যত্ন নেয়ার ত্যাগী প্রেরণকর্মী প্রয়োজন। এর জন্য অবশ্য কর্মীর মেধা-বুদ্ধি ধারালো করা জরুরী, এই চাহিদা পূরণে ত্যাগী কর্মী অপরিহার্য প্রত্যাশা।

গোটা অবস্থা আমলে আনলে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রেরণকর্মীর প্রেরণকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই গুরুত্বের প্রতি সম্মতি জানিয়ে তিনি সর্বভাষী মানুষের কাছে সৎসাহসে ঐশবাণী বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং শিখিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বাস পালনের নিয়ম-আদেশ, সচেতন করিয়ে দিচ্ছেন খুটিনাটি বিষয়গুলো। তবে এ বিষয় সঠিকভাবে পালনের জন্যে প্রেরণকর্মীর মাণ্ডলীক বিধান ও উপাসনার মূল্যবোধ ও উপকরণ সম্পর্কে স্বাবলম্বি হওয়া প্রয়োজন। আসলে, যে প্রেরণকর্মীর মনের উৎসাহে প্রেরণকর্ম আগলে রাখার সক্ষমতা রয়েছে, সেই মণ্ডলীর প্রেরণকার্য যত্ন করতে পারে, বহুকৃষ্টির মানুষকে পরিত্রাণের আলোতে সমবেত করতে পারবে। উপরন্ত প্রেরণকর্মীর জ্ঞানে ও ধারণায় লোক কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ থাকা আবশ্যক, কারণ কৃষ্টি-সংস্কৃতি অজানা থাকলে, বাণী প্রসারণ কঠিন হবে। সামাজিক সংস্কৃতির উপকরণের মাধ্যমে ঐশবাণী লোকদের ঘরে পৌঁছে দেয়া অন্যতম মাধ্যম। নিশ্চয় জানি লোকেরা নিজেদের কৃষ্টি-কালচার ধরে বিশ্বাস চর্চা করতে পছন্দ করে। ধর্মবিশ্বাস তখন তাদের কাছে হয় আত্মিক পাথেয়। তাই প্রেরণকমীকে সংস্কৃতিপরায়ন হওয়া আবশ্যক এবং মণ্ডলীর বিধান ও বাইবেলীয় জ্ঞান বরাবরই থাকা প্রয়োজন॥

মায়ের বুকের এক বিন্দু দুধ

ফাদার আবেল বি রোজারিও

মে মাস কুমারী মারীয়া মাস। অক্টোবর মাস জপমালা রাণীর মাস। এই ২ মাসে আমরা মা মারীয়াকে রাণীর মত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করি। আবার মে মাসের ২য় রবিবার মা দিবসরূপে পালন করি। এই দিনে ছেলে-মেয়েরা যার যার মাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখায় একটি ফুল বা কিছু উপহার দিয়ে। কোন কোন পরিবারে এই দিনে মাকে কিছুই করতে দেয়া হয় না। সন্তানরাই সব কিছু করে।

বাংলা ভাষায় সুন্দরতম, মধুরতম শব্দ হচ্ছে “মা” এর চেয়ে সুন্দর প্রিয় শব্দ আর দ্বিতীয়টি নেই।

মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের বুকে ঝরে
মাকে মনে পড়ে, আমার মাকে
মনে পড়ে।

শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে, প্রথমেই মা বলতে শিখে। তাদের মুখে প্রথমেই মা উচ্চারিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় হলেও মা শব্দটা কিন্তু প্রায়ই এক রকম-মা, মাতা, আম্মা, আম্মু, মাদার, মাতের, মম, মামনি, মাম্মি...।

গাড়ীর পেছনে, বিশেষ করে সিএনজি'র পেছনে লেখা দেখা যায় মা, মাতা, জননী, মায়ের দোয়া, মায়ের আশীর্বাদ, মায়ের হাসি, মায়ের যত্ন...।

শিশুদের অভয় আশ্রয় হলো মায়ের কোল। ভয় পেলে, আপদ-বিপদে শিশু দৌঁড়ে এসে মায়ের কোলে অভয়াশ্রয় নেয়। শিশুর ধারণা একবার মায়ের কোলে বসতে পারলে পৃথিবীর কেউ কিছু করতে পারবে না। মা যদি বকাও দেয়, মারও দেয়, তবুও সে মায়ের কাছেই আসবে।

মা নেই যার
দুনিয়া অন্ধকার তার

অনেকদিন পূর্বে আমি একটা গান শুনেছিলাম, গায়কের নামটা মনে পড়ছে না। গানের একটা কলি খুবই মনে দাগ কেটে ছিল, মায়ের বুকের এক বিন্দু দুধের মূল্য কোটিপতিও দিতে পারবে না। শতকোটি টাকা-পয়সা, বিশাল ধনদৌলত, সোনা-রূপা দিয়েও মায়ের বুকের এক ফোটা দুধ কেনা যাবে না। শিশুরা মায়ের দুধ খেয়ে লালিত-পালিত হয়, সুস্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠে। চিকিৎসক গবেষকদের মতে শিশুদের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হলো মায়ের দুধ, এর চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য আর দ্বিতীয়টি নেই। বর্তমান বাজারে শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিকল্প খাদ্য, প্যাকে দুধ পাওয়া যায়। যত বিকল্প শিশুখাদ্য তৈরি হোক না কেন, মায়ের বুকের দুধেবিকল্প কোনটাই হবে না।

হাসপাতালে, ক্লিনিকে অনেক নার্স, সেবক-সেবিকা রোগিদের সেবা-যত্ন করে। সেবাকাজে দক্ষতা অর্জন করার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক ঔষধ দেবার জন্য তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর এমনকি ৪ বছর শিক্ষা গ্রহণ করে। এদিকে বাড়িতে মা, অধিকাংশ মা-ই কিন্তু নার্সিং শিক্ষা প্রাপ্ত নয়, তারাও সেবা-যত্ন করে। কোন সন্তান অসুস্থ হলে মা যে সেবা দেয়, তা কি নার্সদের সেবার চেয়ে কম, একটুও না। মায়ের সেবা অকৃত্রিম, অভাবনীয়। নার্সদের সেবার পেছনে একটা স্বার্থও আছে, বেতন বা পারিশ্রমিক। মায়ের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের কোন প্রশ্নই উঠে না। মায়েদের চাহিদা-আমার গর্ভের সন্তান, আমার দুধের সন্তান যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।

এখন একটু তাকাই প্রভু যিশুর দিকে। রবিবার ভোরে পুনরুত্থান করে প্রভু যিশু কয়েকজন মহিলাকে প্রথম দর্শন দিলেন। এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যে মায়ের গর্ভে যিশুর জন্ম নিলেন, যে মায়ের বুকের দুধ খেয়ে যিশু বড় হলেন, যে মা তাকে আদর যত্ন করে লালন-পালন করলেন, সেই মাকে বাদ দিয়ে তিনি প্রথম দেখা দিলেন অন্যদের কাছে, তা কেমন করে হয়? অবশ্য মার সাথে যিশুর সাক্ষাৎকার পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ নেই। বাইবেলে তো অনেক কিছুই লেখা হয়নি। সাধু যোহন বলেন, যিশু যা করেছেন, যা বলেছেন, তা সব লিপিবদ্ধ করতে হলে সারা পৃথিবীর কাগজেও কুলাবে না। তাছাড়া অন্যান্য মহিলাদের মত কুমারী মারীয়া কবরস্থানেও যাননি। তিনি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, তার ছেলে যিশু তার কথা মতো পুনরুত্থান করবেনই। তাই আমার বিশ্বাস যিশু পুনরুত্থান করে প্রথমেই তাঁর মাকে দর্শন দিয়েছিলেন॥

বাসা ভাড়া হবে

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ফার্মগেইট হলিক্রস কলেজের সামনে একটি বেডরুম, বাথরুম, বারান্দাসহ বাসা ভাড়া হবে।

সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশ। চাকুরীজীবি মহিলা, মেয়ে অবশ্যক।

একটি গাড়ির গ্যারেজ ভাড়া হবে

মোবাইল : 01923941892, 01924081988

-: ঠিকানা :-

“ডানিয়েল কোড়াইয়া ভবন”
(নীড় -২৪), ৩৪, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও
ঢাকা -১২১৫

বিজ্ঞ/২৮১/২১

মানব জীবন সমস্যা যুক্ত

ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু সিএসসি

মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা। কারো কারো জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ কিন্তু শান্তি নেই আবার কারো কারো জীবন দুঃখে ভারাক্রান্ত কিন্তু শান্তিতে অলংকৃত। কারও জীবন সমস্যা যুক্ত আবার কারো জীবন সমস্যা মুক্ত। তদোপরী তরঙ্গ নামের এক যুবক, যার বাড়ি চন্দ্রপুর জেলার মনিরামপুর গ্রামে। উঠতি বয়সী এই ছেলে অতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। কখন কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে কিছুই জানেনা সে, বুঝতেও পারেনা। ধনী পরিবারের সন্তান হয়েছে বিধায় কোন অভাব তাকে গ্রাস করতে পারেনি। সে যখন যেটা চেয়েছে তখন সেটাই পেয়েছে। তার পিতা-মাতা তাকে এত ভালবেসেছে যে পরিনামে সে তার নৈতিক মূল্যবোধ গুলোর অবক্ষয় ঘটিয়েছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সে কারো সাথে মিশে না, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না, খ্রিস্টীয় প্রার্থনা উপাসনায় অংশগ্রহণ করে না। এভাবে অবহেলা, অসচেতনতায় চলে যায় কয়েক বছর। এখন তরঙ্গ অনেক বড় হয়ে গেছে। পড়াশুনা শেষ করে চাকরি খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। চাকরি না পাওয়ায় তার মনটা অনেকটা ভেঙ্গে গেছে। হতাশা, নিরাশা তাকে চরমভাবে আঁকরে ধরেছে। কোন একদিন সন্ধ্যাবেলা তরঙ্গ একা একা হাঁটছে। হাঁটার একপর্যায়ে বাল্যকালের এক বন্ধুর সাথে তার দেখা হল যার নাম আকাশ। সে আকাশকে সবকিছু খুলে বলল, তার সমস্যা, চাওয়া-পাওয়া, প্রত্যাশার কথা। সবকিছু শোনার পর আকাশ বলল, দেখ তরঙ্গ জীবনটা অতটা সহজ না, পড়াশুনা করেও এখন ভাল চাকরি পাওয়া যায় না। চাকরি পেতে হলে একে অন্যের সাথে ভাল যোগাযোগ থাকতে হয়, একে অন্যের সাথে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়, একে অন্যকে জানতে হয়। এখন তুই তোর জীবন পর্যালোচনা করে দেখ তোর মধ্যে এগুলো আছে কিনা। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তরঙ্গ বলল, হ্যাঁ রে দোস্ত, তুই ঠিকই বলেছিস ছোটবেলা থেকেই আমার এই সবের বড়ই অভাব। ছোটবেলায় আমার মা আমাকে কোথাও যেতে দিত না, করো সাথে মিশতে, কথা বলতে, খেলাধুলা করতে দিত না। সবসময় ঘরে বন্দী করে রাখত। যার ফল এখন আমি ভোগ করছি। এখন আমার করো সাথে ভাল সম্পর্ক নেই, যোগাযোগ নেই, কারো সাথে মিশতে পারি না, বন্ধুত্ব করতে পারি না। আকাশ বলল, তরঙ্গ তোর হতাশ হবার কোন কারণ নেই কেননা মানব জীবন সমস্যা যুক্ত। সমস্যা যেমন আছে তেমনি সমাধানও আছে। তোর যদি কোন সমস্যা না থাকতো তবে তুই কি বুঝতে পারতি মানব জীবনের নিগূর রহস্য কি? যাই হোক যেটা হয়ে গেছে সেটা থেকে ভাল শিক্ষা গ্রহণ কর। তরঙ্গ তোকে আমি একটি বাস্তব ঘটনা বলি শোন, মনিব ও তার কর্মচারীর বসবাস একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। মনিব পায়ের উপর পা তুলে খাচ্ছে আর জোর গলায় বলছে আমি এই পৃথিবীর একমাত্র সুখী মানুষ। আমার যেমন আছে জ্ঞান-বুদ্ধি তেমন আছে অর্থ-সম্পদ। মনিবের এই কথা শুনে কর্মচারী মুচকি মুচকি হাসে। সে মনে মনে বলতে লাগল, মনিবের সবকিছু আছে কিন্তু শান্তি নেই। সব সময় মনিব চিন্তায় থাকে এই ভেবে যে, তার সম্পদে কেউ হাত দিল কিনা, ক্ষতি হয়েছে কিনা যার ফলে রাতে তার ভাল ঘুমও হচ্ছে না। কিছুক্ষণ ধরে এই সকল চিন্তার পর কর্মচারী মনিবকে বলল, হুজুর, আমি মানলাম আপনি সবথেকে সুখী মানুষ কিন্তু আপনার মধ্যে তো শান্তি নেই। আপনিই বলুন, শান্তি না থাকলে একজন মানুষ কী করে সুখী হতে পারে? মনিব কিন্তু এবার ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুই আবার এগুলো কি বলছিস, কোথায় আবার শান্তি নেই। কর্মচারী বলল, হুজুর শান্তি নেই আপনার মনে, কেননা আপনার সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ, প্রতিপত্তি আপনাকে শান্তি দেয় না, ঠিকমত ঘুমাতেও দেয় না। কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর মনিব কর্মচারীকে বলল, হ্যাঁ রে তুই ঠিকই বলেছিস। আমি অনেক বেশি অশান্তিতে থাকি আমার অর্থ-বিত্ত, প্রতিপত্তি নিয়ে। তাহলে এখন তুই আমাকে বল, কে সব থেকে বেশি সুখী মানব। হুজুর সুখী মানব তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখুন আমার একটি সুন্দর পরিবার আছে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আমি ভালই আছি। টাকা পয়সার অভাব অনেক সময় আমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু দুশ্চিন্তা দেয় না। আমাকে রাত জেগে অর্থ-সম্পদ পাহারা দিতে হয় না। নিশ্চিন্ত মনে আমি ঘুমাতে পারি এবং পরদিন কাজে আসতে পারি। তারপর মনিব বলল, হ্যাঁ রে তুই ঠিকই বলেছিস। আমার সবই আছে তবুও আমি অশান্তিতে ভুগছি কিন্তু তোর কত কিছুর অভাব তবুও তোর মধ্যে শান্তি আছে। সত্যিই তুই একজন প্রকৃত সুখী মানব। অবশেষে আকাশ বলল, তরঙ্গ তুই ধৈর্য ধর আর চেষ্টা চালিয়ে যা দেখবি তুই সফল হবিই। আকাশের পরামর্শ পেয়ে তরঙ্গ একে অন্যের সাথে মিশতে শুরু করল, যোগাযোগ রাখল এবং ভাল বন্ধুত্বও তৈরি হল। কয়েক বছরের মধ্যে তরঙ্গ ভাল একটি চাকরি পেল, মনোমধ্যে শান্তি পেল, দুশ্চিন্তা দূর হল। হঠাৎ কোন একদিন তরঙ্গের সাথে আকাশের পুনরায় দেখা হল। তরঙ্গ আকাশকে জড়িয়ে ধরে বলল, বন্ধু আমি সত্যিই পেরেছি নিজেকে বদলাতে, আমি চেষ্টা করেছি আর সফল হয়েছি। বন্ধু আকাশ তোর সঠিক পরামর্শ আমাকে অনেক বেশি সাহায্য করেছে তাই তোকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এই বলে তারা দুজন একে অন্যকে আলিঙ্গন করে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা হল॥

পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র “আমরা সকলে ভাইবোন” (ফ্রাতেল্লী তূত্তি) *(সারাংশ ও ভাষান্তর)*

ড. ফাদার তপন ডি’ রোজারিও

ভূমিকা

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পোপ ফ্রান্সিস আমাদের দিলেন “ফ্রাতেল্লী তূত্তি”। ইতালীয় আঞ্চলিক পরিভাষায় অর্থ হলো, ‘সবাই ভাইভাই’, ‘আমরা সকলে ভাইবোন’ বা ‘ভাইবোন সকলে’। পুণ্যপিতার এই পত্রটি বর্তমান জগৎ ও অতিমারী কোভিড-১৯ ছাড়াও অত্যাধুনিক মানব জীবনের সমপ্রশ্নিত নানা সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বাতলে দেয়। তুলে ধরে মঙ্গলবারতার স্বাদুতায় চিহ্নিত জীবন পথের জন্য একটি প্রস্তাব। সর্বজনীন পত্রটি কাছে ও দূরের অপরকে ভাইবোন হিসেবে ভালবাসার আহ্বান। এটি সর্ব ধর্মের মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি একটি উন্মুক্ত আহ্বান *(ফ্রাতূ ১)*। সীমাহীন ভালবাসায় প্রতিজন ব্যক্তিকে চেনা ও ভালবাসার আন্তরিক আমন্ত্রণ। এটি এমন একটি আহ্বান যা অপরের সম্মুখীন হয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পরতে, মতামত চাপিয়ে দিতে বা আত্মসমর্পণের প্রলোভন ছাড়াও সব দূরত্ব জয় করতে সক্ষম করে তুলবে *(ফ্রাতূ ৩)*। পরিবেশ-প্রতিবেশ ও সর্ব ধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বদিন ৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে আসিসিতে পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন: “আমি তাঁর সমাধি তলের পুণ্য বেদীতে এই সর্বজনীন পত্রটি স্বাক্ষর করলাম।” সর্বজনীন পত্রটি মাণ্ডলিক সামাজিক শিক্ষা ঘরনার। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৭, মোট অধ্যায় ৮টি, অনুচ্ছেদ ২৮৭, শব্দ সংখ্যা ৪৩,০০০ এবং পাদটীকা ২৮৮। পত্রটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জগৎবাসী সকলকে সতর্ক করে দেবার উপদেশ কিংবা ভৎসনাপূর্ণ অভিভাষণ, সর্বোপরি একটি আবাহন। এই রচনাটি বাংলা পাঠকদের জন্য তারই অতি সংক্ষিপ্ত ভাব এবং ভাষান্তর মাত্র, পূর্ণাঙ্গ এন্‌সিক্লিক্যাল অনুবাদ নয়। ফ্রাতেল্লী তূত্তি ভ্রাতৃপ্রেমের উপর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা উপস্থাপনের দাবী করে না, বরং ভ্রাতৃপ্রেমের পরিধি বিবেচনার অনুসন্ধান করে *(ফ্রাতূ ৬)*।

কোভিড-১৯ জোরেসোরেই পোপকে তাঁর লেখা ফ্রাতেল্লী তূত্তি রচনা করতে বাঁধাগ্রস্থ করেছিল। পোপের ভাষায় এই অতিমারীটি আমাদের মিথ্যা নিরাপত্তা, আমাদের ভঙ্গুরতা এবং একসাথে কাজ করার অক্ষমতা উন্মোচন করে দিয়েছে *(ফ্রাতূ ৭)*। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া বা অবজ্ঞা-উপেক্ষা করার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ফ্রাতেল্লী তূত্তি সৌভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক মৈত্রিতার এক নতুন দর্শনের সাথে ঐশ আহ্বানে সাড়া দেবার আমন্ত্রণ *(ফ্রাতূ ৬)*।

পুণ্য পিতা ফ্রান্সিস আশা করেন যে, এই সময়ে, প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা স্বীকার করে আমরা ভ্রাতৃত্বের সর্বজনীন ব্যাকুল প্রত্যাশায় অবদান রাখতে পারি *(ফ্রাতূ ৮)*।

এই রচনাটির প্রধান তিনটি অংশ:

১। নিজেদের এবং বিশ্বকে রক্ষার জন্য অপরকে ভাইবোন হিসেবে দেখা
২। ভ্রাতৃত্বের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভালবাসার আহ্বান
৩। “আমরা সকলে ভাইবোন”-এ উপস্থাপিত প্রধান ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিজেদের এবং বিশ্বকে রক্ষার জন্য অপরকে ভাইবোন হিসেবে দেখা

প্রথম অধ্যায় (Chapter 1)

ঘনকালো মেঘমালা এক রুদ্ধ জগতের উপর (DARK CLOUDS OVER A CLOSED WORLD)

প্রথম অধ্যায়টি আমাদের জন্য বর্ণনা করে ঘনকালো মেঘরাশিতে ঢাকা এক অবরুদ্ধ জগতের; এই মেঘপুঞ্জ গোটা বিশ্বের সর্বস্থানেই বিস্তৃত, বাঁধাগ্রস্ত করছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব *(ফ্রাতূ ৯)*; এ কৃষ্ণ মেঘগুলো হচ্ছে আমাদের পারিপার্শ্বিকতা যা অনেক মানুষকে পথের পাশে আহত, ফেলনা আর প্রত্যাখ্যাত রেখে যায়। এই কৃষ্ণাভ মেঘরাশি সহসাই মানবিকতাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গ-অন্তরণ ও নিরানন্দতায় নিংড়ে ফেলে দেয়।

একত্রিত ইউরোপ আর অখণ্ড লাতিন আমেরিকার স্বপ্ন, অন্যান্যদের মত, চূর্ণ-বিচূর্ণ বলে প্রতিভাত হয় *(ফ্রাতূ ১০)*। দুর্বল-ক্ষীণদৃষ্টির জাতীয়তাবাদ শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে, স্বার্থপরতা প্রসারিত হয়েছে, আর আমাদের সামাজিক চেতনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে *(ফ্রাতূ ১১)*। ‘‘জগৎ উম্মুক্তকরণ” – এর মত প্রকাশভঙ্গী অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে কো-অপ্ট হয়ে গেছে। এমন একটি কৃষ্টি চাপিয়ে দে’য়া হয়েছে যা’ বিশ্বকে একত্রিত করছে কিন্তু মানুষ আর জাতিদিগকে বিভক্ত করে রাখছে। ব্যক্তি মানুষকে নামিয়ে আনা হয়েছে শুধুমাত্র ভোক্তা আর দর্শকের কাতারে। বৈশ্বিক সমাজ আমাদেরকে প্রতিবেশির মত করে তোলে, কিন্তু আমাদেরকে ভাইবোন হতে দেয় না। আমরা যে কোন সময়ের চেয়ে বড় বেশী করেই একাকী হয়ে আছি *(ফ্যাতূ ১২)*।

ঐতিহাসিক বিবেক বা নীতি-বোধ নিমজ্জিত হয়েছে কালো ছায়াতে; মানব স্বাধীনতা দাবী করে যে সে একটি ঘষা দিয়েই বা আঁচড় কেঁটেই সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে; আমাদেরকে জোর করে সীমাহীন ভোগ-বিলাসিতা করতে এবং যে শূণ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইতিহাসকে অবজ্ঞা আর নিদারুণ উপহাস করে তাকেই আলিঙ্গণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে *(ফ্রাতূ ১৩)*।

নতুন ধরণের কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশবাদ আরও অধিক বেশী বিস্তৃত হয়েছে, স্থানীয় জনগণ হারিয়েছে তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমালা এবং হরণ করা হয়েছে তাদের একান্ত আত্ম পরিচয় বা স্বকীয় সত্তা, তারা শুধুমাত্র তাদের আধ্যাত্মিক পরিচয়ই হারায়নি অধিকন্তু তাদের নৈতিক অখণ্ডতা-অন্তর্ভূক্তিও লুটে নেওয়া হয়েছে *(ফ্রাতূ ১৪)*।

ঘনকালো ছায়াতলে অধিকতর শক্তভাবে অবরুদ্ধ জগতে, কতিপয় মূল্যবান শব্দসম্ভার যেমন গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায্যতা, একতা পক্ষপাতদুষ্ট আর অর্থহীন হয়ে গেছে *(ফ্রাতূ ১৪)*। আমরা দেখছি অতিশয়োক্তি, চরমপন্থা এবং মেরুকরণ- যেগুলো জনগণের উপর অধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করার কৌশল সেগুলোর প্রতি মানুষ হতাশা আর নিরুৎসাহ প্রদর্শন করছে। কেননা এই পদ্ধতি অন্যের অস্তিত্বের অধিকার বা ভিন্ন মতামতকে অস্বীকার করে। রাজনীতি পর্যবসিত হয়েছে ব্যবসায়ে *(ফ্রাতূ ১৫)*।

আমাদের মানব পরিবারের কোন কোন অংশ অন্যের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বলিকৃত হয়েছে, তাদের বিবেচনা করা হয়েছে

যন্ত্রবিবর্জিত মূল্যহীন অস্তিত্ব বলে। এই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কৃষ্টি যে সব ব্যক্তি আর কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না বা প্রয়োজনে আসে না তাদেরকে অশ্রদ্ধা করে আর মূল্যহীন বলে বিবেচনা করে *(ফ্রাতু ১৮)*। কৃষ্ণকালো মেঘরাশির নীচে আমাদের এই বিশ্বে এসবই প্রবলভাবে প্রকটতর হচ্ছে।

অধিকারের অসমতা *(ফ্রাতু ২২)* এবং নতুন ধরণের দাসত্ব *(ফ্রাতু ২৪)* অবিরতভাবে টিকে আছে। আমরা অভিজ্ঞতা করছি ''একপেট খাবারের জন্য সংঘটিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ'' *(ফ্রাতু ২৫)*। আজ আমাদের কোন এজমালী দিগন্ত নেই যা আমাদের একত্রিত করছে *(ফ্রাতু ২৬)*। আমাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ বা মুখোমুখি হওয়া রুখে দিতে উদ্ভূত হচ্ছে নিত্য নব ভয়-ভীতি ও সংঘর্ষ এবং নির্মিত হচ্ছে নতুন প্রাচীর *(ফ্রাতু ২৭)*। ঐখানেই আছে নৈতিকস্খলন এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও দায়-দায়িত্বের দুর্বলতা; ঐখানে আছে হতাশার ক্রমবর্ধিষ্ণু অনুভূতি, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গ অন্তরণ এবং হতাশা *(ফ্রাতু ২৯)*।

আমরা এমনি এক অলীক কল্পনার বলি যে আমরা সর্বশক্তিমান, অথচ স্মরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছি যে আমরা সকলেই আছি একই নৌকায় *(ফ্রাতু ৩০)*। মানব মর্যাদার অনুপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে আছে দেশ ও জাতির সীমান্তে, যেখানে গণনাতীত হাজারো শরণার্থী প্রাণান্ত চেষ্টা করছে যুদ্ধ, নির্যাতন এবং প্রাকৃতিক ধ্বংস-বিপর্যয় থেকে পালিয়ে যেতে। যখন তারা তাদের নিজেদের জন্য এবং তাদের পরিবারগুলোর জন্য একটু সুযোগ সুবিধা খুঁজছে, তখন কিছু রাজনৈতিক শাসক গোষ্ঠী অভিবাসীদের আগমন ঠেকাতে তাদের ক্ষমতার সবটুকুই ব্যবহার করছে *(ফ্রাতু ৩৭)*, তাদেরকে বিবেচনা করছে ভ্রাতৃ প্রেমের অযোগ্য বলে *(ফ্রাতু ৩৯)*।

এসব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে, আমরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে বা অন্তরীণ রাখতে প্রলোভিত হই এবং আমাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা থেকে আপনাদেরকে বিমুক্ত করে নেই, কিন্তু এটি কখনই আশা পুনঃস্থাপন করতে এবং নবীকরণ আনয়ন করার উপায় হতে পারে না। যে পথটি আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে তা হলো একে অপরের নিকটবর্তী হওয়ার; এটাই পরস্পর সাক্ষাৎ বা মুখোমুখি হওয়ার কালচার বা কৃষ্টি *(ফ্রাতু ৩০)*।

অতিমারী কোভিড-১৯ এই চেতনাকে পুনরুদ্ধার করেছে যে আমরা এক বৈশ্বিক সম্প্রদায় *(ফ্রাতু ৩২)*। আমাদের আহ্বান করা হচ্ছে আমাদের জীবন শৈলী, আমাদের সম্পর্ক, আমাদের সমাজগুলোর গঠন, এবং সর্বোপরি আমাদের মানব অস্তিত্বের অর্থ পুনরায় চিন্তা করে দেখার বা পুনর্বিবেচনা করার *(ফ্রাতু ৩৩)*।

আমরা এক অলীক কল্পনার অভিজ্ঞতা করি যে আমরা অন্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বন্ধনে আছি। এই পয়েন্টে দূরত্ব এমনই সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে আমাদের প্রাইভেসি বা গোপনীয়তার আর কোন অধিকারই যেন থাকল না। ডিজিটাল বিশ্বে, অপরকে সম্মান প্রদর্শন নানা খণ্ডিত অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে, কাউকে বিচ্যুত করতে, উপেক্ষা করতে বা দূরে রাখতে, আমরা নির্লজ্জভাবে জোড় বাঁধি, উঁকি মারি তাদের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে *(ফ্রাতু ৪২)*।

ঘৃণা এবং ধ্বংসের ডিজিটাল প্রচারণা উদিত হয় একফালি কৃষ্ণাভ ছায়া থেকে *(ফ্রাতু ৪৩)*। সামাজিক আগ্রাসন লজ্জাহীনভাবে বিস্তৃত হয় *(ফ্রাতু ৪৪)*, যখন মিথ্যা ও পক্ষপাতিত্ব প্রচুর সংখ্যায় স্ববংশ বৃদ্ধি করে। এমনকি ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এবং কাথলিক প্রচার মাধ্যম দিয়ে ধ্বংসাত্মক ধরণের ধর্মীয় উম্মাদনাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়েছে *(ফ্রাতু ৪৬)*।

এইসব ঘনকালো মেঘমালা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের দরকার আছে আশার অনেক নব নব পথ বিষয়ে সচেতন হবার, কারণ ঈশ্বর আমাদের মানব পরিবারে প্রচুর পরিমাণে উত্তমতার বীজ বপন করার কাজ করে যাচ্ছেন অবিরামভাবে *(ফ্রাতু ৫৪)*।

পোপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রেম-ভালবাসা, ন্যায্যতা, এবং সংহতি (ঐক্য, অভিন্নতা) একবারে এবং সবার জন্য অর্জন করা যায় না; এগুলো বিনির্মাণ করতে হয় দিনের পর দিন ধরে *(ফ্রাতু ১১)*।

পুণ্যপিতা আমাদের আহ্বান করেন আশা করতে। সকল নর ও নারী একই তৃষ্ণা, একই ব্যাকুল বাসনা, একটি পরিপূর্ণ জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা, একটি মহৎ কিছু অর্জনের ইচ্ছা, যেসব বিষয় আমাদের অন্তর পূর্ণ করে এবং আমাদের আত্মাকে তুলে ধরতে সত্যের মত অত্যুচ্চ প্রত্যাশা, উত্তমতা, সৌন্দর্য, ন্যায্যতা, আর ভালবাসা অভিজ্ঞতা করে। আশাই ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে যা আমাদের পরিসীমা বা মনোদিগন্ত সীমিত করে তার উর্ধ্বে বা নাগালের বাইরে তাকাতে পারে, আবার শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূদয়ের প্রতি আমাদের উম্মুক্তও করতে পারে *(ফ্রাতু ৫৫)*॥ (চলবে)

সাবলেট (এক রুম)

(গারোরা প্রাধান্য পাবে)

ডিসেম্বর থেকে,
মনিপুরীপাড়াতে

যোগাযোগ

০১৯৩১২৩২৮৪৩
০১৩০৪১৮৯০২৮

বিজ্ঞ/২৭৬/২১

৭ম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত প্রভাত জেম্স গমেজ
জন্ম: ৭ আগস্ট, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: জয়রামবের, পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া
থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

"তুমি দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ প্রভু,
ধন্য তোমার নাম।
তোমারি পৃথিবী, তোমারি স্বর্গ, পুণ্য সকল ধাম।।"

বাবা,
দেখতে দেখতে ৬টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবোনা কোন দিন। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি সর্বদাই। বাবা, তোমার অভাব প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মূহুর্তে তোমাকে মনে পড়ে। আজ এই দিনে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাবাকে চিরশান্তি ও শ্বাশত জীবন দান করেন। তুমি ছিলে অতি সৎ, নীতিবান, দয়ালু, অতিথিপরায়ন, মিশুক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ।
আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তুমি আছ পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চিরশান্তির ঐ স্বর্গধামে। বাবা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর যেন আমরা খ্রিস্টীয় আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখে, শান্তিতে ও সৎ ভাবে আমাদের মাকে নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
আমাদের মা- জ্যোৎস্না গমেজ। ছেলে ও ছেলে বউ: রকি-স্নিগ্ধা, রাজু-মৌসুমী ও সাজু-স্নিগ্ধা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রনিতা-প্রদীপ, লাভলী-প্রশান্ত ও কবিতা-লরেন্স এবং আদরের নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/২৭৮/২১

বীর মুক্তিযোদ্ধা রির্চাড মুকুল গমেজ
(গেজেট নং ৩০৭৯)

বিগত ৪-১৭ জুলাই স্নেহাস্পদ জনৈক বার্থা গীতি বাড়ৈ লিখিত "বাংলাদেশের স্বীকৃতি বিহীন মুক্তিযোদ্ধা" নামক লেখার মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় ও তাদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে তার পরিবারের সহযোগিতার কথা উল্লেখ ও মূল্যায়ন না করার জন্য তার দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। এটা সত্যিই পরিতাপের বিষয় আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সহযোগিতার কথা কোথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান কাথলিক মণ্ডলীতে "প্রতিবেশী" হলো একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। মুক্তিযুদ্ধকালীন খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে তা অতুলনীয়। এই Community ৭১-এ নিরাপদ অবস্থানে ছিল বিধায় অন্যান্য সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে পেরেছে। প্রতি বাড়িতে শরনার্থী হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়কে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ও মুক্তিযোদ্ধারাও নিরাপদ স্থান হিসেবে অবস্থান নিয়েছে। অন্য সম্প্রদায় গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে তাদের জীবন রক্ষার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের কি মহিমা তা প্রকাশ পেয়েছে পরিধানের মাধ্যমে। কিন্তু প্রতিবেশী ৫০ বছরের মধ্যেও খ্রিস্টান সমাজের মুক্তিযুদ্ধের অবদান তুলে ধরতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধের আলোকে। প্রতিবেশীর পক্ষে তা সম্ভবও নয় যদি আমরা সকলে এগিয়ে না আসি।

প্রতিবেশীতে বিগত ১৯/২৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি দেখেছি। তার মধ্যে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও সংখ্যা, তাদের তথ্য তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই ৫০ বছরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের অংশগ্রহণ কোনভাবেই উঠে আসেনি তেমন একটি। অথচ এই মাটি ও মানুষের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কতখানি সম্পৃক্ত তা যেন মাঝে মধ্যেই ভুলে যাই। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতজন খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা তা আজও নির্ণয় করা হয়নি। "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" বিশপ সম্মিলনীয় একটি পত্রিকা। এখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ অবশ্যই থাকবে, তারপরও সামাজিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্প্রদায়ের যে ভূমিকা তা আমাদেরকে উচ্চ মার্গে নিয়ে যায় তার জন্য আমরা গর্বিত। স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার-আলবদর ও অন্যান্য কোন উপাদান একটিও খুঁজে বের করা যাবে না আমাদের খ্রিস্টান সমাজে। আমার গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ Training Camp ছিল তৎকালীন মিশনারি স্কুলে, সেখান থেকে Training নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন যুবকেরা। ৭১-এ রাস্তা-ঘাট যানবাহন পথ চলার উপযোগী ছিলনা বিধায় এই জায়গাটা নিরাপদ মনে করেছে মুক্তিযোদ্ধারা।

শহীদ ফাদার ইভান্সকে হয়তো শহীদ হতে হয়েছে এই গ্রামে Training Camp থাকার জন্য। আমৃত্যু এই দুঃখবোধ থেকে যাবে ফাদার (শহীদ) ইভান্সের শহীদ হবার কারণে। এই অঞ্চলের জনগণ স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের করাচীতে কর্মরত ছিল। তৎকালীন আর্চবিশপ বর্তমানে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মাধ্যমে টাকা পাঠাতো বিভিন্ন পরিবারে। তিনি প্রতিটি পরিবারের নিকট উক্ত টাকা পাঠিয়ে দিতেন। তাই বলছি ঈশ্বরের কত মহিমা এই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল তা সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটা নিরূপণ করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ করে তা নিরূপণ করা খুবই সহজ। এই ৫০ বৎসরে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করেছে তার সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তবে তথ্য পেয়েই যাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বর্তমান সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিনকে ও মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ কে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুতকরণের এই মহান কর্মে ব্রতী হবার জন্য। আমরা এই দেশেরই নাগরিক। সব বিষয়ে আমাদের সম্প্রীতি আছে তবে আমরা পিছিয়ে থাকবো কেন... স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রকাশ করবো না কেন?

আমি ১৮ গ্রামের একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা। আমারও কিছু দায়বদ্ধতা আছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের প্রতি। ৭১-এ কতজন মুক্তিযোদ্ধা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে তার তালিকা করে প্রতিবেশীতে প্রেরণ করতে পারি। সবচেয়ে বেশী মুক্তিযোদ্ধা বোধহয় কালিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে। তাই সেখানে গ্রাম ভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচন ও দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা সক্রিয় জনগণ নিরূপণ করতে পারে। এইভাবে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা নির্ধারণ করে তা সংগ্রহ কতে পারি। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের একমাত্র মত প্রকাশের মাধ্যম। এখানে কিছু লিপিবদ্ধ হলে সম্পূর্ণ সম্প্রদায় তা জেনে যাবে। যেহেতু এই পত্রিকা বিশপ সম্মিলনীর একটা পত্রিকা তার মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষা থাকবেই কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ যেন প্রকাশ পায় । মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা হলো যিনি জামুকা (জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল) কর্তৃক গ্যাজেট কৃত ও ভাতা ভোগী হতে হবে। ধন্যবাদ জানাই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে সবার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি॥

ধরিত্রীর গান ধরিত্রীর কান্না

সঞ্জীব দ্রং

একটি আধুনিক গান রেডিওতে শুনতাম আমাদের কৈশোরে, তরুণ বয়সে। সুবীর নন্দীর গাওয়া গান, 'পাহাড়ের কান্না দেখে তোমরা তাকে ঝর্ণা বলো/ওই পাহাড়টা বোবা বলে কিছু বলে না/ তোমরা কেন বোঝ না যে/কারোর বুকের দুঃখ নিয়ে কাব্য চলে না।' আগেকার দিনের গানে কাব্য বড় বিষয় ছিল। এখন গানের কথার ধরন বদলে গেছে। অন্যদিকে, বর্তমানে অপরিনামদর্শী এক উন্নয়ন ধারার দিকে ধাবিত হচ্ছে মানুষ। পাহাড়ের কান্না অনুভব করার মতো মন কোথায় পাবো এখন? পরিবেশ, জীববৈচিত্র, সবুজ অরণ্য, নদী, ঝর্ণা, সমুদ্র, বাতাস, প্রকৃতি সব দূষিত ও ধ্বংস করে দিয়ে ছুটে চলেছে এই আগ্রাসী ভয়ংকর উন্নয়ন। তাৎক্ষণিক অধিক মুনাফা ও ভোগবিলাসই যার কেন্দ্রে। বৈষম্যও বাড়ছে। শৈশবে যে নদী দেখে বড় হয়েছি আমি, যে শ্যামল ধানক্ষেত দেখেছি, অবারিত ফসলের মাঠ পেরিয়ে আরেকটি গ্রাম দেখেছি দূরে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে সব। আমি বাড়িতে গেলে ময়মনসিংহের পর রাস্তার দুই ধারে চোখ বুলাই। বুকটা হাহাকার করে ওঠে। ফুলপুরের আগে ও পরে দুই ধারে অনেক বড় বড় জলাধার ছিল, খাল-বিল ছিল। এখন সব প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। কোথাও মানুষের নতুন বসতি হয়েছে। কোথাও ধানক্ষেত পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সেখানে দ্রুত মুনাফার জন্য পুকুর কেটে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। দুর্গন্ধ বাতাসে। শুষ্ক মৌসুমে যখন পুকুরে পানি লাগে, তখন পুকুরের পাশের গভীর নলকূপ বসিয়ে মাটির তলদেশ থেকে পানি তোলা হচ্ছে। আমরা জানি, মাটির তলদেশ থেকে অতিমাত্রায় পানি উত্তোলন পরিবেশের জন্য বিপদজনক। আমাদের গ্রামসহ সীমান্তের কিছু গ্রামে শুষ্ক মৌসুমে টিউবওয়লে আর পানি ওঠে না এখন। খাবার পানির সংকট আগামী দিনগুলোতে আরও ভয়াবহ হবে। আমি শৈশবে যে নদী দেখেছি সোমেশ্বরী, বুগাই, দাবুয়া আরও কত ছোট নদী, প্রায় সব ইজারা দেওয়া হয়েছে। নির্বিচারে নদী থেকে বালু ও পাথর উত্তোলনের ফলে ঘোলা ও দূষিত হয়ে গেছে নদীর পানি। আর নদীতীরে তীব্র ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে। আজ না হোক, যদি অতি বৃষ্টি হয় গারো পাহাড়ে, কয়েকবছর পর হয়তো নদীতীরের গ্রামগুলো ভাঙনের কবলে পড়বে। মানুষের অতি মুনাফার লোভ প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সিবিসিবিতে দেশের পরিবেশবিদ ও মানবাধিকারকর্মীদের সঙ্গে আমরা বসেছিলাম। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এই সভার কনভেনর ছিলেন। সেখানে ময়মনসিংহ থেকে ফাদার শিমন হাচ্চা ও অপূর্ব ম্রং অংশ নিয়েছিলেন। কলমাকান্দায় পাতলাবান ও মহাদেও নদীতে নতুন করে যে বালু উত্তোলন হচ্ছে, তার ভয়াবহতার আশংকা তারা করছেন। সভায় বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ছিলেন। তাকে একটি কাগজ দেওয়া হয়েছে।

মানুষের অত্যাচার আর অতিলোভের কারণে পৃথিবী এখন অসুস্থ, জরাগ্রস্ত। মাইকেল জ্যাকসন গান গেয়েছিলেন, হিল দ্য ওয়ার্ল্ড। ধরিত্রীকে সুস্থ করে তোলার আহ্বান গানে। এই গানে মানবজাতিকে ভালোবাসার এবং অপরের জন্য স্থান গড়ে দেওয়ার আকুতি জানানো হয়েছে। পৃথিবীকে শুধু এই মুহূর্তে নিজেদের ভোগের জন্য নয়, বরং আমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানদের জন্য আরও বেশি বাসযোগ্য করতে বলা হয়েছে। আমাদের হৃদয়ে পৃথিবীর জন্য এবং অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য জায়গা তৈরির আবেদন আছে গানে। নতুন অন্যরকম এক পৃথিবীর কথা আছে, যে পৃথিবী আজকের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও বাসযোগ্য, যেখানে দুঃখভোগ আর কান্নাকাটি থাকবে না। যে উন্নয়ন ধারা প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি করে না, নিশ্চয় মানবজাতি তা দেরিতে হলেও উপলব্ধি করতে শিখবে।

পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, Humanity still has the ability to work together to build our common home. ❧

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

অংকিতা তুমি অংকিতা আছো
স্বজন-বন্ধুর মাঝে
তোমার স্পর্শ সবখানেতেই
নিত্য সকাল-সাঁঝে।
নির্মল ছিলে মাগো তুমি
ছিলে চোখের মণি
আজো আছো সংসার জুড়ে
তোমার ছন্দের প্রতিধ্বনি।
কেনো এসেছিলে মাগো তুমি
ক্ষণিকের ধরাতলে
প্রেমের মায়ায় জড়িয়ে নিয়ে
কেনো চলে গেলে?

প্রয়াত অংকিতা মণিকা গমেজ
জন্ম : ১৯ জুন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অংকিতা,

প্রবাহমান সময়ের স্রোতে দিন পেরিয়ে, মাস গড়িয়ে আজ তিনটি বছর হয়ে গেল তোমার অনন্তলোক যাত্রার। আজ এই বিশেষ দিনে তোমায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা স্মরণ করি। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। আমরা বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন একদিন ঈশ্বরের গৃহে তোমার সাথে আমরা মিলিত হতে পারি।

শোকাহত,
বাবা : পংকজ গমেজ
মা : রুমা গমেজ
বোন : রেনেসা গমেজ এবং রায়না গমেজ
দড়িপাড়া পজুর বাড়ি

বিজ্ঞ/২৭৭/২১

ছোটদের আসর

বন্ধুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে ফিরতে একজন ভাল বন্ধুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আত্নীয়তার বন্ধন ব্যতীত বন্ধুত্ব হলো দু'জন ব্যক্তির ভাবগত সম্পর্ক। এটি মানুষের উপর সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। দু'জন মানুষের মনের মিলনের ওপর নির্ভর করে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

মরু ও অহনা দু'জন বান্ধবী। তারা সর্বদা একসঙ্গে চলাফেরা করে। দু'জনের মাঝে একটা সুন্দর ভাব রয়েছে। যেখানেই যায় তারা দুজনে মিলে এক সাথে যায়। তারা কখনো একে অন্যের সাথে ঝগড়া করে না বরং শান্তির মনোভাব নিয়ে চলার চেষ্টা করে।

মরু ও অহনার মধ্যে স্বার্থপরতার কোনো মনোভাব নেই। যে কোন প্রয়োজনে তারা একে অন্যের পাশে থাকার চেষ্টা করে। এমনকি অন্যদের প্রয়োজনেও সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। এছাড়া তারা দু'জনে সর্বদা তাদের পড়াশুনার বিষয়েও একে অন্যের সাথে আলোচনা করে, কি করে সফলতা অর্জন করা যায়। এভাবে তারা একে অন্যের সাথে সফলতার আনন্দে অংশীদার হয়ে ওঠে। সত্যিকার বন্ধুত্ব নিস্বার্থভাবেই হয়ে থাকে।

দু'জন ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলে অনেক ভাল কাজ করা যায়। যেমন- মরু ও অহনার মধ্যে সেটা লক্ষ্য করা যায়। সত্যিই এই দুই বান্ধবীর বন্ধুত্ব অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার বন্ধুর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

এসো বন্ধুরা, আমরা সবাই প্রকৃত বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে বন্ধুত্বের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করি॥ ৯

সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি, প্রেমময় পরম পিতার আশীর্বাদে এখনও ভাল আছো। বন্ধুরা, আমি জানি তোমাদের অনেকেরই মন খারাপ। দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা স্কুল-কলেজে যেতে পারোনি, ক্লাস করতে পারোনি, বন্ধু/বান্ধবদের ও প্রিয় শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে পৃথিবীর বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাল'র দিকে থাকায় তোমাদের স্কুল-কলেজ আবার নতুন করে শুরু করেছ। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। আমাদের সকলের মাস্ক পড়া উচিৎ ও পয়ঃপরিষ্কার থাকতে হবে।

প্রিয় বন্ধুরা,

তোমাদের অনেকেরই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সম্ভবত নভেম্বর ও ডিসেম্বরে শুরু হবে। দীর্ঘদিন পড়াশোনা থেকে তোমরা দূরে ছিলে। তাই এখন আমাদের প্রত্যেক বন্ধুদের বলবো, তোমরা আর সময় নষ্ট করবে না। স্কুল-কলেজ থেকে বাসায়/বাড়িতে এসেই বই নিয়ে পড়তে বসবে। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে হবে। বর্তমানে প্রতিযোগিতার যুগে আমাদের সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, নয়তো আমরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবো না।
বন্ধুরা, আজ আর বেশি কিছু লিখতে পারছি না। তোমরা সবাই ভাল থেকো এই কামনা করি। আর শোনো, তোমাদের সাথে এখন নিয়মিতই দেখা হবে, কথা হবে।

ইতি,
তোমাদের বন্ধু ম্যাক্সদা

থামছে না ডেঙ্গু

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

মানুষের অবহেলায়;
এডিস যেমন পারছে,
খোলামেলা জলাশয়ে;
আরামে ডিম পাড়ছে!

অনুকূল পরিবেশে;
দেখি দেদার্‌সে,
এডিস মশা মহানন্দে;
পাখা শুধু ঝাড়ছে।

থামছে না ডেঙ্গুও;
দিনে দিনে বাড়ছে,
মানুষকে ঘায়েল করে;
প্রাণও সে কাড়ছে!

জীবন সূত্র

সম্পা গ্লোরিয়া কোড়াইয়া

ভেবোনা তুমি জিতে গেছ
অন্যের গ্রাস কেড়ে,
প্রতিদান তুমি ফিরে পাবে
তোমারই কৃত-কর্মের।

কারো ক্ষতি করে তুমি
ভেবোনা রচেছো সুখ,
ক্ষতির বদলে ক্ষতিই পাবে
হারাবে সর্বসুখ।

অন্যের ক্ষতি বাদ দিয়ে
ভাব নিজের কথা,
তবে মিলবে জীবনে তোমার
এদেন কুঞ্জের দেখা।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের কারণে ৭৬,০০০ শিশু বাস্তুচ্যুত হয়েছে

গত ১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে মিয়ানমারে দেশজুড়ে প্রতিরোধ ও ধর্মঘট ডাকে সাধারণ জনগণ। ফলশ্রুতিতে মিয়ানমারের সশস্ত্র প্রতিরক্ষা বাহিনী ও বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মিলিশিয়াদের মধ্যকার পুরানো সংঘাত সৃষ্টি হয়। দেশের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ৭৬,০০০ জন শিশু বাধ্য হয় নিজেদের বাসস্থান পরিবর্তন করতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনার্স (এএপিপি) অনুসারে বিক্ষোভকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নির্মম অভিযানে কমপক্ষে ১,১৫০ জন হত্যার শিকার হয়েছেন। কোভিড-১৯ মহামারির করণে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে।

বনের নিরাপত্তা: শিশুদের উন্নয়নে কাজ করা একটি অধিকার প্রতিষ্ঠার দল সেভ দ্যা চিলড্রেন জাতিসংঘের জরিপ উল্লেখ করে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে, বেশিরভাগ বাস্তুচ্যুত শিশুরা শুধুমাত্র একটি মাত্র বাঁশের লাঠি নিয়ে মৌসুমী বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। বেশিরভাগ পরিবারেরই পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাই সারাদিনে তারা শুধুমাত্র একবার খাচ্ছে। এই দুর্বিসহ অবস্থায় গর্ভবতী মায়েরা তাদের শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছে।

কায়াস রাজ্যে চরম ট্রাজেডি: শিশু অধিকার রক্ষাকারী গ্রুপটি উল্লেখ করে সেনা অভুত্থ্যানের কারণে সারাদেশে ২০৬,০০০জন ব্যক্তি স্থানচ্যুত হয়েছে যার শতকরা ৩৭ ভাগ শিশু। শুধু সেপ্টেম্বরেই দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের কায়াস রাজ্য থেকে ২২,০০০ জন ব্যক্তি তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ২৯,০০০ জন শিশুসহ মোট ৭৯,০০০ জন ব্যক্তি রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে চলে গেছে। গতমাসে সহিংসতার কারণে দেমসো শহরটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে জনশূণ্য হয়ে গেছে। জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্টার টম এন্ড্রুস গত জুন মাসে সতর্ক করে বলেছিলেন, অনাহার, রোগ ও খোলা আকাশে থাকার কারণে মিয়ানমারে গণমৃত্যুর আশংকা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাতা সংস্থাগুলো পৌছাতে পারছে না দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে। স্থানচ্যুত অনেক পরিবারসমূহ খাদ্যসহ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য স্থানীয় জনগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করছে। কায়াসের শতকরা ৬০ ভাগ পরিবার বলছে তাদের খাদ্যের প্রাথমিক উৎস কৃষিখামারগুলো। কিন্তু দ্বন্দ সংঘাতের কারণে কৃষি খামারগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে।

৬.২ মিলিয়ন শিশুরা ক্ষুধার্ত হতে পারে: এ বছরের শুরুতে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী সংস্থাটি জানিয়েছিলো আগামী ৬ মাসের মধ্যে দেশটির ৬.২ মিলিয়ন শিশু ক্ষুধার শিকার হবে। গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ২.৮ মিলিয়ন। সেভ দ্য চিলড্রেন বলেছে, বিশ্বের মনোযোগ সরে গেলেও মিয়ানমারের ক্ষুধার সংকট কিন্তু কাটেনি বরং তা প্রকট হচ্ছে। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো দিনে একজনের খাবার ছয় বা সাতজনে ভাগ করে খাচ্ছে। মিয়ানমারের শিশুদেও স্থিতিস্থাপকতার প্রশংসা করলেও তারা সতর্ক করে বলেছিল, ইতোমধ্যেই শিশুরা ক্ষুধার্ত এবং শীঘ্রই তারা অপুষ্টি ও রোগের শিকার হতে শুরু করবে।

জীবন রক্ষাকল্পে সাধু যোসফেকে অনুসরণ করুন কাথলিকদের প্রতি আমেরিকার বিশপগণের অনুরোধ

আমেরিকার কাথলিক মণ্ডলী অক্টোবর মাস জুড়ে পালন করে জীবন সম্মান মাস। বার্ষিক এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে আমেরিকার কাথলিক বিশপ সম্মিলনী। এর উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যেকজন মানুষের জীবনকে সম্মান জানিয়ে

লালন-পালন ও রক্ষা করার মধ্যদিয়ে একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা। অক্টোবরের প্রথম রবিবার ঐতিহ্যগতভাবে জীবনকে সম্মান দানের রবিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ বছর তা ৩ অক্টোবর পালিত হয়েছে।

সাধু যোসেফ, জীবন রক্ষাকারী: পোপ ফ্রান্সিস ঘোষিত সাধু যোসেফের বর্ষ হিসেবে এ বছরের উদ্‌যাপনে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে মানব মুক্তি ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব সাধু যোসেফের উপর। আমেরিকার বিশপ সম্মিলনীর জীবন বিষয়ক কর্মসূচীর চেয়ারম্যান আর্চবিশপ যোসেফ ন্যুম্যান এক বিবৃতিতে বলেন, যিশু ও মারীয়ার বিশ্বস্ত রক্ষক সাধু যোসেফের মাঝে আমরা আমাদের নিজেদের আহ্বানের বিশেষ অনুস্মারক খুঁজে পাই ঈশ্বরের মূল্যবান দান মানব জীবনকে স্বাগত জানাতে, নিরাপত্তা দান করতে ও তা রক্ষা করতে। মা মারীয়ার গর্ভধারণের নিগূঢ় পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সাধু যোসেফ দূতের কথায় মারীয়াকে তাঁর ঘরে তুলে নেন। বেথলেহেমে তাদের যাত্রা পরিচালনা করেন, আশ্রয় পান এবং শিশু যিশুকে নিজ সন্তান বলে স্বাগত জানান। রাজা হেরোদ শিশু যিশুকে মারতে চাইলে সাধু যোসেফ নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে যিশু মারীয়াকে নিয়ে মিশরে পলায়ন করেন। তিনি সকল বিশ্বাসী ভক্তকে আহ্বান করেন যেন তারা সাধু যোসেফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের উপর ঈশ্বর যা ন্যস্ত করেছেন বিশেষভাবে ভঙ্গুর মা ও শিশুদের রক্ষা ও যত্ন করেন। তা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। একটি হতে পারে গর্ভপাতের জন্য ট্যাক্স দিয়ে ফাণ্ড গঠন এ প্রস্তাব তার বিরোধিতা করে।

অভাবী মায়েদের সাহায্য করা: আর্চবিশপ ন্যুম্যান কাথলিকদের আবারও আহ্বান করেন জীবনের জন্য যে কমিটি তা সমর্থন দিতে এবং তাদের নিজেদের ধর্মপল্লীতে "অভাবী মায়েদের সাথে পথ চলতে"। এই কর্মসূচীটি পরিকল্পনা করা হয়েছে সংকটপূর্ণ গর্ভবতী মায়েদেরকে এবং স্বল্প আয়সম্পন্ন পিতামাতাদেরকে সহায়তা করার জন্য। এ উদ্যোগকে সাহায্য করতে কমিটি ধর্মপল্লীতে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষামূলক, পালকীয় ও কাজ নির্ভরশীল বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করেছে।

ভাটিকানের ঐশতত্ত্ব কমিশন প্রথমবারের মতো একজন আফ্রিকান নারীকে স্বাগত জানালো

সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস ৬১ বছরের সিস্টার ড: যোসে এনগালোলার নিয়োগ ঘোষণা করেছেন। তিনি সাধু আন্দ্রেয়ের সংঘের একজন সদস্য। সিস্টার এনগালোলা ২৮ সদস্য বিশিষ্ট ঐশতত্ত্ব কমিশনের একজন সদস্য হলেন; যে কমিশন সারা বিশ্বের বিশিষ্ট ঐশতত্ত্ববিদদের নিয়ে গঠিত।

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোর কিংশাসায় ২৮ জানুয়ারি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার যোসে এনগালোলার জন্ম হয়। প্রাইমারী এবং হাইস্কুল কিংশাসাতেই সম্পন্ন করেন। সিস্টার অফ সাধু আন্দ্রিয়ের সংঘে যোগদান করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে

প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন এবং ২১ মে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরব্রত গ্রহণ করেন। দর্শনশাস্ত্র শেষ করে তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের লিয়ন শহরের কাথলিক ইউনিভার্সিটিতে ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা শেষ করেন। পরে তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রিরমিনহাম থেকে মাণ্ডলিক ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পড়াশুনা করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে লিয়নের কাথলিক ইউনির্ভাসিটি থেকে তিনি তার ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সিস্টার এনগালোলা আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকাজে জড়িত এবং তিনি কঙ্গোর কাথলিক ইউনিভার্সিটির ঐশতত্ত্ব ফ্যাকাল্টির প্রফেসর এবং মরক্কোর রাবাতের আল-মোভাফাকা ইক্যুমেনিকাল ইনস্টিটিউটেরও প্রফেসর॥ - তথ্যসূত্র : *news.va*

বাগেরহাট উপধর্মপল্লীতে উৎসর্গীকৃত ধর্মীয় জীবন আহ্বান বিষয়ক সেমিনার

ফাদার নরেন জে বৈদ্য □ বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার বিকাল ৪টায় ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারী কমিশনের উদ্যোগে সেন্ট যোসেফস ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বাগেরহাট ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার উপধর্মপল্লীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসর্গীকৃত ধর্মীয় জীবন আহ্বান বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল 'জগৎ খ্রিস্টকে চায়, খ্রিস্ট যুবক-যুবতীদের চান'। ১১০ জন যুবক-যুবতী সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। ফাদার নরেন তার বক্তব্যে উৎসর্গীকৃত জীবনের মাহাত্ম্য তুলে ধরে বলেন, মণ্ডলীর সেবা ও দায়িত্বের পরিধি অনেক প্রসারিত। যুবক- যুবতীদের প্রৈরিতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ফাদার আরো বলেন, ধর্মীয় নিবেদিত জীবনের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। মানব আত্মার পরিচর্যার কাজ, সপ্ত সংস্কার বিতরণের কাজে ও বাণী প্রচারের জন্য কর্মীর অভাব রয়েছে। খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী কাজ শেষ হয়ে যায়নি। পৃথিবীর মানুষ যতদিন থাকবে ততোদিন মুক্তিদায়ী কাজ চলতে থাকবে। কমিশনের সদস্য আলফ্রেড রনজিত বলেন, পরিবারের মাঝেই ধর্মীয় জীবনের আহ্বান অঙ্কুরিত হয়, পাতা মেলে, শিকড় গড়ে। অবহেলায় উদাসীনতায় যদি কোন পরিবারে ঈশ্বরের আহ্বান প্রত্যাখাত হয় তাহলে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- দলীয় আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর পর্ব, প্রার্থনা অনুষ্ঠান, প্রীতিভোজ। ফাদার ডমিনিক খোকন হালদারের ধন্যবাদ ও সমাপনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে॥

চালনা ধর্মপল্লীতে বাইবেল সেমিনার

ধর্মপ্রদেশীয় বাইবেল কমিশনের উদ্যোগে, বিগত ২২ সেপ্টেম্বর চালনা সেন্ট মাইকেল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বাগেরহাট উপধর্মপল্লীতে বাইবেল ও উৎসর্গীকৃত ধর্মীয় জীবন আহ্বান বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৭০ জন যুবক-যুবতী সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস ও আলফ্রেড রনজিত মন্ডল পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও গুরুত্ব এবং সেমিনারী কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার যোসেফ নরেন বৈদ্য, যুবক-যুবতীদের প্রৈরিতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ধর্মীয় নিবেদিত জীবন আহ্বানের গুরুত্ব ও বাইবেলের প্রাবক্তিক গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য ছিল ফাদার জয় মন্ডল ও ফাদার জন ললিত বিশ্বাসের স্বাগত শুভেচ্ছা বক্তব্য, প্রশ্ন উত্তর পর্ব, বাইবেল বিতরণ, খ্রিস্টযাগ ও মধ্যাহ্ন ভোজ॥

যীশু হৃদয় ধর্মপল্লী গৌরনদীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মুন্না গমেজ এলএইচসি □ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার বরিশাল ও গৌরনদী ধর্মপল্লীর শিশুদের নিয়ে যথাযথ ভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। "সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে শিশুদের অংশগ্রহণ"এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল রেজিস্ট্রেশন এবং এরপর খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন গৌরনদী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ এবং সাথে ছিলেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের শিশু সমন্বয়কারী ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ। ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ উপদেশ বাণীতে বলেন, 'স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে শিশুর মতো সরল মনের হতে হবে। খ্রিস্টযাগের পরে অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার জেরম রিংকু গমেজ। এরপর বরিশাল ধর্মপ্রদেশের শিশু সমন্বয়কারী ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ দিনের মূলসুরকে কেন্দ্র করে শিশুদের শিক্ষা দেন, প্রকৃতির যত্নে শিশুরাও কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে এ ব্যাপারে তিনি তাদের উৎসাহিত করেন এরপর ছোট ছোট প্রশ্ন করেন ও শিশুরা এর উত্তর দেয় আর তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (নাচ, গান অভিনয়, ছড়া) করা হয়। অনুষ্ঠান সমাপনীতে সিস্টার মুন্না এলএইচসি সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এরপর দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে ফাদার, সিস্টার, এনিমেটর এবং শিশুসহ সর্বমোট ২০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল॥

ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব পালন

ডিকন ভিনসেন্ট মুর্মু □ বিগত ৩ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, ৯ দিন ব্যাপী নভেনা প্রার্থনা করার পর ধানজুড়ি ধর্মপল্লীতে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। ২ অক্টোবর পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু ধর্মপল্লীতে আসেন। খ্রিস্টভক্তগণ তাকে নাচ ও পা ধোয়ানো অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বরণ করে নেয়। পরেরদিন শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে সকাল

৮টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। প্রথমেই সাধু ফ্রান্সিসের প্রতিকৃতিতে ধুপারতি ও মাল্যদান করা হয়। পৌরহিত্যকারী বিশপ তার উপদেশে সাধু ফ্রান্সিসের জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “প্রতিপালকের জীবনাদর্শ, কাজ ও প্রচারজীবন যেন সকলের মনে-প্রাণে মূর্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই আমরা তাঁর আদর্শ ধারণ ও বহন করতে সক্ষম হবো”। খ্রিস্টযাগের পর সবাইকে টিফিন দেওয়া হয়। অতঃপর দুপুর ১২:৩০ মিনিটে নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং বিকালে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পর্বীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

ধানজুড়ি কুষ্ঠ হাসপাতালে সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন

সেবাষ্টিয়ান মার্ডী □ বিগত ১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, ধানজুড়ি কুষ্ঠ হাসপাতালে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। এতে কুষ্ঠরোগী, প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে, হাসপাতালের স্টাফ, কর্মচারী ও নিমন্ত্রিত অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ৩ জন যাজক, ১জন ডিকন ও ১০ জন সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন হাসপাতালের পরিচালক ফাদার লিভিও প্রেতে পিমে। শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করা হয়। এরপর সাধ্বী তেরেজার প্রতিকৃতিতে ধুপারতি ও মাল্যদান করা হয়। পৌরহিত্যকারী ফাদার তাঁর উপদেশে সাধ্বী তেরেজার জীবনী সুন্দর ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের পর ফাদারগণ ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং ক্ষুদ্র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, হাসপাতালে দীর্ঘদিন সেবাদানকারী প্রয়াত বার্নাবাস মুর্মু ও প্রয়াত পরিচালক ফাদার লিম্পেরিও পিমে'কে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। অতঃপর দুপুর ১২.৩০ মিনিটে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে পর্বীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

মহিপাড়া ধর্মপল্লীতে ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ সেমিনার

ফাবিয়ান মারান্ডী □ বিগত ৪ অক্টোবর ২০২১ সোমবার সাধু আন্তনী'র ধর্মপল্লী মহিপাড়াতে ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ (Season of Creation) বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মিশনপাড়া ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে মনোনীত মোট ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই সিস্টার রেজিনা সরেন সিআইসি ও প্রার্থনা পরিচালিকা সুচিত্রা টুডু'র পরিচালনায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পর ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথে এক হয়ে “আকাশে চন্দ্র, তারা, বন-গিরি, নদী ধারা তোমার মহিমা গায়, প্রভু তোমার মহিমা গায়” সমবেত কণ্ঠে গানটি গেয়ে প্রভুর মহিমাকীর্তন করা হয়। গানটির পর ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবাণী রাখেন ও সেমিনারটি উদ্বোধন ঘোষণা করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত এবং সেমিনারের আহ্বায়ক ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। মূল কর্মসূচির প্রথমেই উপস্থাপনা রাখেন সিস্টার রেজিনা সরেন সিআইসি। তিনি “লাউদাতো আমাদের অভিন্ন বসতবাটির পুনরুদ্ধার”এই বিষয়টিকে ঘিরে সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন এবং খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের লেখা যে-পত্র, তার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব সৃষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়গুলো সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। উপস্থপনার পরপরই অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় তাদের অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। টিফিন বিরতির পর ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ এর উপর সম্যক ধারণা নিয়ে উপস্থাপনা রাখেন ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। পোপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র ‘লাউদাতো সি'র উপর বিস্তারিত আলোচনা রাখেন তিনি। পত্রে পোপ মহোদয়ের প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরা হয়। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত পোপ মহোদয়ের দেওয়া কর্মসূচী উল্লেখ করার পর প্যানেললিস্ট হিসাবে পুরুষ মহিলা মোট ১২জন সামনে এসে স্থানীয় পর্যায়ে একেবারে আক্ষরিকভাবেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সামনে রেখে তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

‘সৃষ্টি উদযাপন কাল’ সেমিনারের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। সেই আদিমণ্ডলীর উপাসনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসী সমাজ হিসাবে একসঙ্গে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন সবাই। সৃষ্টি প্রেমিক আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্বের এই খ্রিস্টযাগের সময় সৃষ্টির সাথে এই মহান সাধুর সম্পর্ক ও একাত্মতা এবং সৃষ্টির সাথে তাঁর ঈশ্বর-মহিমা বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

সেমিনারের তৃতীয় পর্যায় ছিল বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষচারা বিতরণ। ফাদারের সাথে ভক্তজনগণ পুরুষ ও মহিলা দুটি স্থানে দু'টি চারা রোপন করেন। এর পরেই অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নিজ পরিবারে রোপন করার জন্য একটি করে সুপারী গাছের চারা বিতরণ করা হয়। সম্মিলিত আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

শান্তি রাণী সিস্টারদের মাতৃগৃহের নতুন ভবনের উদ্বোধন

নিজস্বসংবাদ দাতা দিনাজপুরের কসবায় শান্তি রাণী সিস্টারদের মাতৃগৃহের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়েছে ১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। এটি শুভ উদ্বোধন করেন পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি, দিনাজপুরের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু ও শান্তি রাণী সিস্টারদের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার রেবেকা কিসপটা সিআইসি। ঐ দিন পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু এবং পবিত্র মঙ্গলসমাচারের উপর ধ্যানমূলক বাণী রাখেন পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি। অনুষ্ঠানে অংশ নেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিস্টার, ফাদার ও খ্রিস্টভক্তগণ।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ইতালিয়ান পিমে মিশনারি বিশপ যোসেফ ওবের্টে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তি রাণী সিস্টারদের মাতৃগৃহের পুরাতন ভবনের বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৯ বছর। ভবনটি জরাজীর্ণ হওয়ায় স্থানীয় বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু নতুন ভবন মেরামতের পরামর্শ দেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নব নির্মিত ভবনের অর্থায়নে সহায়তা করেন পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরির সহযোগিতায় পাপাল ফাউন্ডেশন, চার্চ ইন নিড জার্মানী, পিমে ফাদারগণ, শান্তি রাণী সংঘের সিস্টারগণ ও আরও বেশ কিছু উপকারী বন্ধুরা।

সিস্টার রেবেকা কিসপটা সিআইসি বলেন, নতুন ভবনটি তৈরি করা খুবই প্রয়োজন ছিল। আজ আমরা এই ভবনটি পেয়ে খুবই আনন্দিত। আমাদের ভবন নির্মাণে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এই নতুন ভবনটি সিস্টারদের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, ডরমেটরি ও খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

বর্তমানে শান্তি রাণী সিস্টার সংঘে রয়েছেন ১৬৪ জন সিস্টার। তারা ধর্ম শিক্ষা প্রদান, স্কুল, বোর্ডিং, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, প্রতিবন্ধীদের সেবাকেন্দ্র, বিশপ ভবন, ধর্মপল্লী, বিভিন্ন এপিসকপাল কমিশনসহ বিভিন্নভাবে ৫টি ধর্মপ্রদেশে ৩৪টি কনভেন্টের মধ্যদিয়ে সেবা দিয়ে আসছেন। ইতালিতে ছয় জন শান্তি রাণী সিস্টার সেবা দিচ্ছেন মিশনারি হিসেবে॥

বড়দল ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন

নিকোলাস বিশ্বাস গত ১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, এর উদ্যোগে ও সহযোগিতায় এবং সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ধর্মপল্লী বড়দল এর আয়োজনে ১৬৫ জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত সম্মেলনের মূলসুর ছিল, "উঠে দাঁড়াও, তুমি যা দেখছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।" *(শিষ্যচরিত - ২৬:১৬)* মূল বিষয়টি নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য এবং ধর্মীয় আহ্বান নিয়ে আলোচনা করেন ফাদার ওয়াং এসএক্স। যুব দিবসটি আরও সুন্দর ও স্বার্থক করতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফিলিপ মন্ডল। সেই সাথে যুব কমিশনের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার। সকল অধিবেশন সুন্দর ভাবে শেষ হবার পর সবাই দুপুরের আহার গ্রহণ করে এবং শেষে সকলের বিনোদনের জন্য ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর এরই মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে উক্ত দিনের সম্মেলনের॥

শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে রোজারিমালা প্রার্থনা বিষয়ক সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট পল্‌স ধর্মপল্লীর প্রতিটি উপকেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫০ জন বাবা-মা ও সন্তানদের নিয়ে 'রোজারিমালা প্রার্থনা ও খ্রিস্টীয় পারিবারিক মূল্যবোধ' বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই ধর্মপল্লীর হলঘর হতে ব্যানারসহ শোভাযাত্রা সহকারে গির্জা অভিমুখে যাত্রা করা হয়। সকাল ৯টায় ক্ষুদ্র প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যসূচী শুরু হয়। সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাটেখ্রিস্ট জয় বাবলু নাথ ও পুষ্প মন্ডল। পরিচয় পর্বে সকল গ্রাম থেকে আগত খ্রিস্টভক্তদের ও অতিথি ফাদার অমিয় মিস্ত্রী ও সিস্টার শিল্পী আচারী ওএসএল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দানিয়েল মন্ডল শুভেচ্ছা বক্তব্যে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। অতিথি বক্তা ফাদার অমিয় মিস্ত্রী বলেন, 'মূল্যবোধ' এর উপর ভিত্তি করে জীবন অতিবাহিত হয়। সেইরূপ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ দয়া, ক্ষমা, সেবা, ভালবাসা, সহভাগিতা, বাধ্যতা ইত্যাদি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবার হয়ে ওঠে খ্রিস্টকেন্দ্রিক।' সিস্টার শিল্পী আচারী ওএসএল বলেন, 'খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সবই আমরা মা মারীয়ার মধ্যে খুঁজে পাই। তাঁকে অনুকরণ করে পরিবারের সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাই।' সিস্টার

মেরী অনীশা এসএমআরএ বলেন, ‘মারীয়া আমাদের যিশুর জীবনের রহস্য বোঝার পদ্ধতি শেখান। আর বিশেষভাবে জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেই শক্তি পাই।’ দুপুর পবিত্র ১টায় খ্রিস্টযাগে সবাই অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে দিনের সমাপ্তি ঘটে॥

শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে সাধু ভিনসেন্ট ডি’ পলের পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে সাধু ভিনসেন্ট ডি’ পলের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। সেন্ট পল্‌স ধর্মপল্লীর প্রতিটি উপকেন্দ্র থেকে আসা প্রায় ১২০ জন এসভিপি- এর সদস্য-সদস্যাদেরকে নিয়ে ব্যানারসহ প্রথমে শোভাযাত্রা করা হয়। উক্ত দিনের জন্য মূলভাব হিসেবে নেয়া হয় ‘সমস্ত কাজ প্রেমের সাথে কর”। সকাল ৯টায় ক্ষুদ্র প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। শুরুতেই পরিচয় পর্ব ও পরে উপস্থিত সকল ভিনসেনসিয়ান ভাইবোনদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দানিয়েল মন্ডল ও সহকারী পুরোহিত ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। পাল-পুরোহিত শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ‘সাধু ভিনসেন্ট ডি’ পলের আদর্শ হোক আমাদের জীবনের আদর্শ।’ অতিথি বক্তা হিসেবে ব্রাদার এন্ড্রু জয়ন্ত কস্তা সিএসসি সাধু ভিনসেন্ট ডি’ পলের জীবনের ৫টি বিশেষ গুণাবলী নিয়ে সহভাগিতা করেন, ‘অতি সাধারণ জীবনযাপন, সরলতা, বিনম্রতা, সংযম ও উদ্যম’। অধিবেশন শেষে সবইকে টিফিন দেয়া হয় । টিফিন শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ভাই-বোনেরা তাদের সেবাকাজ ও বর্তমান সময়ের কিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মতামত তুলে ধরেন। দুপুর ১২:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। সকল ভিনসেনসিয়ান ভাইবোনেরা খ্রিস্টযাগে উপদেশের পরে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। বিকালে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই পর্ব দিনের সমাপ্তি ঘটে॥

জাফলং ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

রিজেন্ট তন্ময় কস্তা □ গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার জাফলং ধর্মপল্লীবাসীর জন্য ছিল একটি বেদনাঘন দিন। কারণ ঐ দিন ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া মাত্র দু-মাস জাফলং ধর্মপল্লীতে কাজ করেছেন, কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার ফাদার রবিবারসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, ঈশ্বর আমাদের একেক জনকে একেক ভাবে আহ্বান জানান তার কাজ করার জন্য। আর আমাদের উচিত তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও নিবেদিত অন্তর নিয়ে কাজ করা। তিনি আরো বলেন, তার অনেক ইচ্ছা ছিল খাসিয়া ভাই-বোনদের মাঝে কাজ করার, অল্প কয়েক দিন হলেও তিনি তা করতে পেরেছেন এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সবাইকে বিনীতভাবে আহ্বান জানান ধর্মপল্লীর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফাদারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয় ফুলের মধ্যদিয়ে এবং ভক্তজনগণ ফাদারের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন ও ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ২ জন ফাদার, ১ জন সেমিনারীয়ান ও ৬০ জন খ্রিষ্টভক্ত॥

দড়িপাড়া ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

প্রিয়ঙ্গনা রোজারিও ও লরিন রোজারিও □ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়াতে, “যুব জীবন: স্বপ্ন, বাস্তবতা ও জীবন লক্ষ্য” মূলসুরের উপর ভিত্তি করে যুবক-যুবতীদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রার্থনার মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। প্রার্থনার পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদর অমল ডি’ ক্রুজ। ফাদার বলেন, যুব জীবনটা জীবনের শ্রেষ্ঠ একটা সময়। জীবনের এই সময়টা উপভোগ করতে হবে নতুন সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। যুব জীবনটা হচ্ছে কঠিন পরিশ্রম করার সময়। যুব জীবন উন্মেষ ঘটানোর সময়। ফাদার সেমিনারের সফলতা কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন। এরপর ফাদার নয়ন গোছাল তার উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি মূলসুরের উপর সহভাগিতা করতে গিয়ে বলেন, যুব জীবনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হ’লো স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্ন পূরণে সাধনা করা। স্বপ্ন যেন কল্প জগতের স্বপ্ন না হয় বরং বাস্তব জগতের স্বপ্ন হয়। স্বপ্নকে বাস্তব করতে হলে অনেক ত্যাগস্বীকার, প্রচেষ্টা ও সাধনায় ব্রতী হতে হবে তবেই সে স্বপ্ন সফল মানুষ হতে পারবে। সেমিনারের দ্বিতীয় ভাগে, মিসেস রোজলিন সরকার বিশেষ করে নার্সিং পেশার উপর তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি যুবক-যুবতীদের বুঝাতে চেয়েছেন নার্সিং একটি মহৎ এবং লাভজনক পেশা। এই সেবার মাধ্যমে নিজের পিতামাতা এবং সর্বস্তরের মানুষকে সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। কিভাবে সেই পেশায় সম্পৃক্ত হওয়া যায় সেই বিষয়ে বিশেষ আলোপাত করেন। এরপর র‍্যাব-১০ এ কর্মরত আগষ্টিন মিল্টন গমেজ তার সহভাগিতায় জীবনের পেশা হিসাবে এই

সকল সামরিক ও প্রশাসনিক পদে কিভাবে সম্পৃক্ত হওয়া এবং এ পেশার জন্য বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এর সুযোগ সুবিধা যুবক-যুবতীদের সামনে তুলে ধরেন। এরপর বাংলাদেশ কারিতাস কর্মকর্তা চয়ন রিবেরু তার উপস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগগুলো এবং কারিগরি বিভিন্ন পেশা বিষয়ে আলোকপাত করেন। যেগুলো আমাদের খ্রিস্টান যুবক-যুবতীগণ সম্পৃক্ত হয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেন। এরপর ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী ফাদার প্রলয় ক্রুশ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি উপদেশে যুবাদের বর্তমান বাস্তবতার বেশ কিছু দিক তুলে ধরেন। সবশেষে যুব সমন্বকারী উক্ত আয়োজনকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সেমিনারে ৪ জন ফাদার, ১ জন সিস্টার, ৩জন এনিমেটর, ৭ জন সাহায্যকারী, ৭৩ জন যুবক-যুবতীসহ সর্বমোট ৯০ জন অংশগ্রহণ করে॥

সাধু যোসেফের বর্ষে সোনাডাঙ্গা সাধু যোসেফ সংঘের তীর্থযাত্রা

ফ্রান্সিস মঙ্গল গমেজ □ সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে বিগত ১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার খুলনা ধর্মপ্রদেশের সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রের সাধু যোসেফের সংঘের ব্যবস্থাপনায় ও শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর সহযোগিতায় শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে বিশেষ তীর্থযাত্রার আয়োজন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী তীর্থযাত্রার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল– সাধু যোসেফের উপর ফাদার বাবলু সরকারের বক্তব্য, পবিত্র আরাধনা, পাপস্বীকার এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী; তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার বাবলু সরকার, ফাদার জেমস মণ্ডল, ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস ও ফাদার রনি লাজার মণ্ডল। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে- সাধু যোসেফের বর্ষে সাধু যোসেফের বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে ধ্যান ও চিন্তা করতে, তাঁর গুণাবলী গুলো নিজ জীবনে ধারণ-গ্রহণ করতে, তাঁর জীবন আদর্শের আলোতে জীবন পরিচালনা করতে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান বাড়াতে তীর্থযাত্রীদেরকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

বিকালে শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর বেনেয়ালী উপকেন্দ্রের সাধু যোসেফের গির্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠান, ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও ফাদার বাবলু সরকারের আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে সারাদিন ব্যাপী তীর্থযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, এ বিশেষ তীর্থযাত্রায় সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্র থেকে ২ পুরোহিত, তিনটি সম্প্রদায় থেকে ৭ জন সিস্টার ও সোনাডাঙ্গা সাধু যোসেফ প্রবীণ সংঘের ৪০ জন সদস্য এবং শিমুলিয়া ধর্মপল্লী থেকে ২ জন পুরোহিত, ৩ জন সিস্টার ও শিমুলিয়া সাধু যোসেফ সংঘের ৩০ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীর চাচকিয়া উপকেন্দ্রে বিশেষ সেমিনার

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি □ বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীর চাচকিয়া উপকেন্দ্রে মা মারীয়ার কেন্দ্র করে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে শতাধিক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। দিনের প্রথমেই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন হলিক্রস ফ্যামিলি এন্ড রোজারি মিনিষ্ট্রির পরিচালক ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ সিএসসি। খ্রিস্টযাগের পর হালকা জলযোগ ছিল। অতঃপর ফাদার রুবেন মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে মা মারীয়ার উপর ভিত্তি করে সেশন পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, "মা মারীয়া আমাদের মা হয়ে, তাঁর সন্তানকে আমাদের ভাই করেছেন। মা হিসেবে তিনি আমাদের সকলের মঙ্গল চান। তাই তিনি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেখা দিয়ে এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করে তাঁর মঙ্গলময়তা চলমান রেখেছেন। মা মারীয়া চান যেন আমরা পৃথিবীর শান্তি ও মুক্তির জন্য জপমালা প্রার্থনা করি। তাই যারাই ভক্তি ভরে ও বিশ্বাস নিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছে তারাই প্রচুর আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। জপমালা যাজক ঈশ্বরের সেবক ফাদার প্যাট্রিক পেইটন মা মারীয়ার নাম প্রচার ও জপামালা আন্দোলন পরিচালনায় আজীবন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।" সেশন শেষে ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ সিএসসি'কে চাচকিয়া উপকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও উপহার প্রদান করা হয়। পরিশেষে, সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি সকলকে ধন্যবাদ জানান। অতপর প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে এ বিশেষ সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

তীর্থ উৎসব!!   তীর্থ উৎসব!!   তীর্থ উৎসব!!!

বারমারী ফাতেমা রাণী মারীয়ার তীর্থ

মূলসুর: মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ গঠনে ফাতেমা রাণী মা মারীয়া।

স্থান: সাধু লিও'র কাথলিক গির্জা, বারমারী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

তারিখ: ২৮, ২৯ অক্টোবর, রোজ: বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ এবং ভাইবোনেরা,

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, আমরা ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তগণ ফাতেমা রাণী মারীয়ার তীর্থ স্থানে মহাসমারোহে তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। উক্ত তীর্থ উপলক্ষে বিশপ মহোদয় সকলকে আহ্বান জানান "দেশ ও বিশ্বের শান্তি, একতা, মিলন, বিশ্ব ভ্রাতৃসমাজ গঠন, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের সমস্ত খ্রিস্টভক্তদের কল্যাণ ও পাপী মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য এসো আমরা সবাই ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করি। দয়াময়ী মায়ের সাথে আমাদের তীর্থযাত্রায় আমরা ত্যাগস্বীকার; প্রায়শ্চিত্ত, মন পরিবর্তন, পাপস্বীকার ও প্রার্থনার মাধ্যমে বিশেষ পুণ্য অর্জন লাভ করতে পারবো।" তীর্থ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। তীর্থের বিশেষ প্রস্তুতির চিহ্নস্বরূপ ১৯ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত নভেনা প্রার্থনা চলবে।

❋ পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান : ৫০০/- টাকা মাত্র ❋ খ্রিস্টযাগের বিশেষ দান : ১৫০/- টাকা মাত্র।
অন্যান্য যে কোন দান বা মানত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

তীর্থের অনুষ্ঠান সূচি

২৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার

বিকাল ৩:০০ মি: পুনর্মিলন/পাপস্বীকার
বিকাল ৪:০০ মি: পবিত্র খ্রিস্টযাগ
রাত ৮:০০ মি: আলোক শোভাযাত্রা
রাত ১১:০০ মি: আরাধ্য সাক্রামেন্তের আরাধনা, নিরাময় অনুষ্ঠান
রাত ১২:০০ মি: নিশি জাগরণ

২৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

সকাল ৮:০০ মি: জীবন্ত ক্রুশের পথ
সকাল ১০:০০ মি: মহাখ্রিস্টযাগ

আহ্বায়ক
ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

বি. দ্র: তীর্থ বিষয়ক যেকোন প্রয়োজনে তীর্থ কমিটির সমন্বয়কারী রেভা. ফাদার তরুণ বনোয়ারী এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়াও বছরে যেকোন দিন যদি কোন ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সংঘ সমিতি তীর্থ করতে আসতে ইচ্ছুক তাদের সাদরে আহ্বান জানাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।
মোবাইল : ০১৭৪১০২৪৮১৮, ০১৯১৬৪২৪৪৩৮।

বিজ্ঞ/২৭৬/২১

Career Opportunity

The Young Women's Christian Association (YWCA) of Bangladesh, an affiliated association of the World YWCA and a non-profit voluntary organization working in Bangladesh for the empowerment of women, youth and children for more than three decades, seeks application from qualified candidate for the following position for Office and Guest House.

Position title: Receptionist (Male)

Location : YWCA of Bangladesh (Head Quarter), Dhaka

Number of the Position : 1 (One)

Major Duties and Responsibilities:

- Friendly and welcoming approach;
- High standards of presentation;
- Friendly and professional telephone manner;
- Ability to adapt to different guests;
- Strong customer service skills;
- Good secretarial skills and the ability to use email and booking systems;
- Ability to remain calm during difficult situations or in a very busy environment;
- Good team working skills;
- Must have the mentality to do work at night shift.

Qualification and Experience :

- Minimum Bachelor degree in any discipline.
- 3-4 years relevant experience.

Additional Job Requirements:

- Good command in both spoken and written in English and Bangla.
- Must have a positive attitude at all times.
- Ability to work under pressure within dead line.
- Willingness to work beyond working hours and night shift.
- Self-driven working ability independent of close supervision.
- Well mannered with honesty and sincerity.

Salary and Other Benefits :

Salary and other benefits (ie. Provident Fund, Gratuity and Festival allowance) are commensurate with better and experienced candidate.

Apply Instruction:

1. If you meet the above requirements, submit your application along with your latest CV with two references, a recent passport size photograph, photocopy of National ID & all academic certificates.
2. Complete Application along with above all mentioned documents send to : **Human Resource Manager**, YWCA of Bangladesh, 3/23, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. Name of the position should be mentioned on top left corner of envelope. Or email to: ywca.hr@ywcabd.org. The deadline for submission of the application is **04 November, 2021.**
3. Only short listed candidates will be called for interview. No TA/DA will be given for the interview

বিজ্ঞ/২৮৩/২১

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা । ১৯৬১ সাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর শাখা হিসাবে একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দিনাজপুর ওয়াইডাব্লিউসিএ কাজ করছে। বিশেষতঃ ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য দিনাজপুর ওয়াইডাব্লিউসিএ দক্ষ, উদ্যমী ও যোগত্যা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:

পদের নাম পদের নাম : সাধারণ সম্পাদিকা (জেনারেল সেক্রেটারী)।

পদ সংখ্যা: ১ জন (নারী প্রার্থী)। অবশ্যই কোন স্বীকৃত খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।

কর্মস্থল : দিনাজপুর ওয়াইডাব্লিউসিএ, দিনাজপুর।

দায়-দায়িত্ব সমূহ:

- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর সার্বিক পরিচালনা ও দায়িত্ব পালন;
- অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর জন্য পরিমাপযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত, অর্জন যোগ্য বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেট অনুসারে কর্ম সম্পাদন;
- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়াদির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন;
- চলমান কর্মসূচী সহজ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত সকল কর্মসূচী পরিদর্শন ও মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
- নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ কার্যকারীভাবে ব্যবহার;
- ন্যাশনাল এবং স্থানীয় বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সাথে সমন্বয় সাধন, যোগাযোগ, সভা আহ্বান, মিটিং মিনিটস্ প্রস্তুতসহ এক্স অফিসিও হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন;
- বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করে যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন ফোরামে ওয়াইডাব্লিউসিএ-র পরিচিতি, যোগাযোগ, প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা;
- কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত কর্ম এলাকা পরিদর্শন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে।
- কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে বা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজী লেখা ও বলায় পারদর্শী হতে হবে।
- কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি: বেতন ও ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী:

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

২. সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদি আগামী **৩০ অক্টোবর, ২০২১** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ৩/২৩, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) অথবা susmita.hr.ywca@gmail.com এই ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে।

৩. কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

বিজ্ঞ/২৮৩/২১

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

(রেজি নং-২৮২, তারিখ : ০৬-০৬-১৯৭৮)
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২ ৫৫০২৭৬৯৪, info@mcchsl.org, www.mcchsl.org

আমরা গৃহ সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১লা জুলাই, ২০১৯ খ্রী: হতে ৩০শে জুন, ২০২০ খ্রী: ও
১লা জুলাই, ২০২০ খ্রী: হতে ৩০শে জুন, ২০২১ খ্রী:)

তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রী:, শুক্রবার
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান : কাল্ব রিসোর্ট এণ্ড কনভেনশন হল
কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

এতদ্বারা **'দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ'**-এর সম্মানিত সকল সদস্যগণের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২১ খ্রী:, শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কাল্ব রিসোর্ট এণ্ড কনভেনশন হল**, কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, কালিগঞ্জ, গাজীপুরে অত্র সোসাইটির **৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা** স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সাধারণ সভায় সদস্যদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র/ছবিযুক্ত পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে সকলের সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করছি।

সাধারণ সভার কর্মসূচী :

১. (ক) উপস্থিতি গণনা
(খ) আসন গ্রহণ
(গ) জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন
(ঘ) পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা
২. মৃত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন
৩. চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ
৪. সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য
৫. ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
৬. ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন
৭. বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন
৮. উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন
৯. বাজেট (আয়-ব্যয়) পর্যালোচনা ও অনুমোদন
১০. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১১. আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১২. উপ-আইন সংশোধনী পেশ ও অনুমোদন
১৩. বিবিধ (যদি থাকে)
১৪. লটারী ড্র
১৫. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা

উল্লেখিত দিনে সকাল ৮:৩০মিনিট হতে ১০:০০মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকল সম্মানিত সদস্যগণদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল)
সেক্রেটারি, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
তারিখ : ০৬-১০-২০২১ খ্রী:

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ধারা-৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ, অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
খ) সকাল ১০:০০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
গ) সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:০০ মিনিটের মধ্যে যে সকল সদস্যগণ নাম রেজিষ্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরামপূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/২৮০/২১

Employment Notice

Caritas Development Institute (CDI) invites applications from the eligible candidates (men and women) for one position of '**Communication and Documentation Officer (Library).**

Details of the Position and Required Qualifications	Key Responsibilities
▪ **Job Title: Communication and Documentation Officer (Library)** ▪ **Position**: 01 (One) ▪ **Age:** Maximum 30 years as on 30 September, 2021 **Educational Qualification:** At least Masters in Information Science and Library Management, Library or Information Science or other similar discipline **Job Requirements:** - Minimum two years professional experience in the similar position in any reputed organization. - The position requires Koha Library Management Software experience and D-space Digital and Electronic Library Archive Management System. Documentation and Information Retrieval, Library Resource Management, and Classification. - Knowledge of philosophy and techniques of library service and positive attitude towards library users. - Knowledge and maintain of computer, internet and commercially available library software. - The position requires excellent proficiency in computer operations, particularly, in MS–Word, MS–Excel, MS–Access and Power Point in both English and Bangla. - Excellent interpersonal, organizational and Communication skill.	- Maintain books register, Books sorting in shelves, solving problems of library materials. - Code, classify and catalog books, publications, films, audiovisual aids and other library materials. - Collect and organize books, publications, films, audiovisual aids, documents, pamphlets, manuscript and other reference materials for convenient access. - Issue and return lending counter, preparing defaulters list and issue reminder and checking for clearance issue. - Maintain library user register books and other issue and return register book. - **Salary:** Tk. 30,000 – 35,000/- (consolidated) per month during probationary period. For truly deserving candidate salary is negotiable. - **Job location:** The position is based at CDI, Dhaka but will require frequent field visit.

Selected candidate will be appointed initially for six months' probation period. Upon successful completion of the probationary period, appointment may be confirmed according to the existing pay scale and service rules of the organization. After confirmation long term benefits such as provident fund, gratuity, insurance, health care and compensation scheme etc. will be admissible.

Eligible and interested candidates with requisite qualifications are invited to apply with a letter intent (no more than one page) along with a complete CV with details of two referees and cover letter, two passport size photographs and attested copies of all educational and experience certificates to the following address: **Director, Caritas Development Institute (CDI), 2, Outer Circular Road, Shantibagh Dhaka-1217** or e-mail: cdi@caritascdi.org by **October 30, 2021. Women and Ethnic minority candidates are especially encouraged to apply.** Only short listed candidates will be invited for interview. Incomplete applications will not be considered. The organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Personal contract will be treated as disqualification for the post. The staff of Caritas Bangladesh, Trust offices and Project offices are request to apply through proper channel.

Theophil Nokrek
Director
Caritas Development Institute

বিজ্ঞ/২৮৪/২১

International Bangladeshi Educational & Cultural Forum

INTERNATIONAL BANGLADESHI EDUCATIONAL & CULTURAL FORUM

শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
"প্রতিভার জাগরণ-২০২১"

সুধী,
দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী খ্রিস্টভক্ত ও ব্রতধারীদের নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা " প্রতিভার জাগরণ ২০২১" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিযোগিতার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ১৫ অক্টোবর হতে শুরু হয়ে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, রেজিস্ট্রেশন ফরম লিংকে - https://forms.gle/3PdBoos288yQsETtA যারা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না তারা সরাসরি হোয়াটসএপ এর মাধ্যমে করতে পারবেন। সকল প্রকার যোগাযোগসহ বিস্তারিত জানার জন্য ফেসবুক 'INTERNATIONAL BANGLADESHI EDUCATIONAL & CULTURAL FORUM' পেইজে ফলো দিয়ে পাশে থাকার অনুরোধ রইল।

ক — বিভাগ (শিশু - ২য় শ্রেণি)
- আবৃত্তি (যে কোন)
- গল্প বলা (যে কোন)
- ছড়া গান
- সাধারণ নৃত্য

খ — বিভাগ (৩য় - ৫ম শ্রেণি)
- আবৃত্তি (যে কোন)
- গল্প বলা (যে কোন)
- দেশাত্মবোধক গান
- সাধারণ নৃত্য

গ — বিভাগ (৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি)
- আবৃত্তি (ভুল ত্রুটি আর না ত্রুটি)
- নির্ধারিত বক্তৃতা (অনলাইনে আমার ঘর, সংসার)
- আধুনিক গান
- সাধারণ নৃত্য

ঘ — বিভাগ (৯ম- ১০ম শ্রেণি)
- আবৃত্তি (কোন ফুলের কাছে)
- নির্ধারিত বক্তৃতা (করোনা মহামারী মোকাবেলায় মানবতার ভূমিকা)
- রবীন্দ্র সংগীত
- সাধারণ নৃত্য

ঙ — বিভাগ (কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয়)
- আবৃত্তি (কনসেনট্রেশন ক্যাম্প)
- নির্ধারিত বক্তৃতা (জাতি গঠনে যুবাদের ভূমিকা)
- নজরুল সংগীত
- সাধারণ নৃত্য

চ — বিভাগ (উন্মুক্ত (মাতা-পিতা/অভিভাবক))
- আবৃত্তি (কেউ কথা রাখেনি)
- লালনগীতি
- পল্লী গীতি
- সাধারণ নৃত্য

ছ — বিভাগ (উন্মুক্ত (ছাত্র-ছাত্রীদের))
- স্বরচিত কবিতা (নিজে পাঠ করে)
- যন্ত্র সংগীত (যে কোন)
- বাংলা গান (যে কোন)
- একক অভিনয়

ভিডিও গ্রহণের তারিখ :
- ক বিভাগ - ০১ নভেম্বর ২০২১ থেকে ০২ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
- খ বিভাগ - ০৩ নভেম্বর ২০২১ থেকে ০৪ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
- গ বিভাগ - ০৫ নভেম্বর ২০২১ থেকে ০৬ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
- ঘ বিভাগ - ০৭ নভেম্বর ২০২১ থেকে ০৮ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
- ঙ বিভাগ - ০৯ নভেম্বর ২০২১ থেকে ১০ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
- চ বিভাগ - ১১ নভেম্বর ২০২১ থেকে ১২ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
- ছ বিভাগ - ১৩ নভেম্বর ২০২১ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত

নিম্নে সকল দেশে যোগাযোগের জন্য নম্বর দেয়া হলো

DENIS DOMINIC ROZARIO
Maryland, USA
+12402714780

SOMA GOMES
Ansonia, CT, USA
+19173498552

ANDREW RIPON GOMES
Manchester, CT, USA
+18605741230

SWEETY SUZAN
Maryland USA
+13014429923

SONET MANUAL D'COSTA
Roma, Italy
+393204015317

JOHNNY GOMES
Maryland USA
+17186621874

PLACID SHIPON REBERIO
COURNEUVE, FRANCE
+33643972203

BONIFASH GOMES
Sydney, Australia
+61406946711

JEWEL FRANCIS ROZARIO
Stockholm, Sweden
+46723979759

ANUP GOMES
Sydney Australia
+61430609344

MOTY ROZARIO
Maryland-USA
+12407554434

IVEN JHON GOMES
Rangamatia, Bangladesh
01837738576

CHOYAN GOMES
Toronto, Canada.
+16477702823

SANDRY REBERIO
Kaliganj, Bangladesh
01751141958

CHARLES THOMAS D ROZARIO
Hasnabad, Bangladesh
01819460030

PREONTO ROZARIO
Doripara, Bangladesh
01644463585

MITILDA PURNA COSTA
Nagori, Kaliganj
01625987776

JEWEL PALMER
Sydney Australia
+61432128921

FR. BULBUL AUGUSTINE REBEIRO
Luxmibazar, Bangladesh
+ (88) 01701789246

RYTHMM L COSTA
Dhaka,Bangladesh
01838000354

সার্বিক সহযোগিতায়
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, সিবিসিবি

বর্ষ ৮১ ◆ সংখ্যা-৩৮
Regd. No. DA-33
◆ 17 - 23 October, 2021, ২-৮ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ) বুকড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুকড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org